পুতুলের দেশ

(ছোটদের মুখোস নাটিকা)

মৌমাছি

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫৪
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
ধীরেন বল
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দাম পাঁচসিকা

আমার এই নাটিকাটির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, সবপ্রথমে যে সমস্ত

মণিভাই বোনেরা

এটিকে সার্থক রূপ দিল,

তাদের হাতেই

তুলে দিলাম আমার

এই সৃষ্টিটি—

—মৌমাছি

গোড়ার কথা

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

'পুতুলের দেশ' নাটিকাটি আজ তোমাদের হাতে সম্পূর্ণ নতুন আকারে তুলে দিচ্ছি। প্রায় পাঁচ বছর আগে বর্ত্তমান নাটিকাটির প্রথম অঙ্কটুকুই 'পুতুলের দেশ' নামে সর্বপ্রথম 'আনন্দ-মেলা'তে প্রকাশিত হয়। তারপর সেটিকেও শিশু-সাহিত্য-গুরু অবনীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ মত কিছু শুধ্‌রে নিয়ে আমার সম্পাদিত 'নাচ-গান-হল্লা' বইটির ভেতর দিয়ে তোমাদের হাতে তুলে দিই। তখন তোমরা এই নাটিকাটি পেয়ে যে কত খুশি হও তা বুঝতে পারি, যখন একাধিক মণিমেলার উৎসবে এবং ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় এই নাটিকাটির অভিনয়ের খবর এসে পৌছাতে লাগলো। তোমাদের মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা যখন শত শত চিঠি লিখে জানাতে লাগলেন—যে নাটিকাটির অভিনয় নাকি অতি সহজেই সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে—দর্শকরা খুশিও হয়েছেন খুব—তবে আরও একটু বড় হলে খুব ভাল হতো। এ কথাটা আমারও মনে হলো, কয়েক যায়গায় আগেকার ঐ একাঙ্ক নাটিকাটির অভিনয় দেখেই। তারপর থেকেই আবার 'পুতুলের দেশ'কে নতুন রূপ দেবার চিন্তা মাথায় ঘুরতে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু সময়াভাবে সেটা আর হয়ে উঠছিল না, গত বছর জুন মাসে নিখিল ভারত মণিমেলা সম্মেলনের আয়োজন স্থরু হলো—তখন মণির দল বললে তোমার 'পুতুলের দেশ'কে নতুন করে এবার লিখে দিতেই হবে—আমরা ওটা এবার সম্মেলনে অভিনয় করবো। তাদের দাবী আর তাগিদেই - একাঙ্ক 'পুতুলের দেশ' কিভাবে তিন অঙ্কের বর্ত্তমান নাটিকাটিতে পরিণত হলো, সে এক ইতিহাস। কয়েকটি অভিনয়-অনুরাগী মণি ভাই-বোন ও তাদের

অভিভাবক অভিভাবিকার আগ্রহ ও উৎসাহে এই নাটিকার পুরাণো কঙ্কালটিকে নিয়ে মহলা স্নরু হলো। দিনের পর দিন মহলাতেই যাই—আর মণি ভাইবোনদের অভিনয়ের ক্ষমতা দেখে—একটির পর একটি দৃশ্য লিখে নিয়ে গিয়ে তাদের কৌতুহল ও উৎসাহকেও নাটকীয় ভঙ্গীতে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। বড় ছোট সবাই যাঁরা মহলায় আসেন—তাঁদেরও আনন্দ বেড়ে যায়। আমারও সত্যি খুব আনন্দ হলো এই সব ব্যাপার দেখে—বিশেষ করে অভিভাবকদের মধ্যে কয়েকজন এবং বন্ধুবর মতিলাল রায় ও তাঁর স্ত্রী যখন আমাকে ভরসা দিলেন—এ নাটিকার অভিনয়ে তাঁরা আমাকে সবরকম সাহায্য সাধ্যমত দেবেন। সত্যি তাঁরা সে সাহায্য দিয়েছিলেন—মতিবাবু নাটিকার কয়েকটি গানে স্থর-সংযোজনা করে দিলেন—তাঁর স্ত্রী অভিনয়ের খুঁটিনাটি কাজে এমন কি সাজপোষাক তৈরী করার ব্যাপারে আমাকে খুবই সাহায্য করলেন।

মণিমেলা সম্মেলনে—আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার ছোট বড় দর্শকের সামনে মনিভাই বোনেরা 'পুতুলের দেশ' নাটিকার বর্ত্তমান রূপটিকে এমন করে দেখালো—যে—সেদিন ঐ পাঁচ হাজার দর্শকই বিস্মিত হয়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে সেদিন বাঙলার নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ও সঙ্গীতবিদ্ শান্তিদেব ঘোষ যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন, এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাঙলার আরও বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ছোটদের নাটকের অভিনয় দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন—অহীন্দ্র বাবু বললেন যে "এদেশের ছোটরা যে কত উচ্চাঙ্গের অভিনয় করতে পারে তা মণিমেলাই প্রথমে দেখালে—ছোটদের নাটকও যে বড়দের মনোহরণ করতে পারে 'পুতুলের দেশ' নাটকই প্রথম প্রমাণ করলে—অতএব আমি চাই এই নাটিকাটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দেখানো হোক্—'মণিমেলা' ও 'মৌমাছি'র সমবেত চেষ্টায় অন্যান্য দেশের মত এদেশেও ছোটদের স্থায়ী নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হোক।"

অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে ও 'রঙমহল' থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তায় ও নিখিল ভারত মণিমেলা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় তাও সম্ভব হলো—১৩ই জুলাই তারিখে 'পুতুলের দেশ' নাটিকা দিয়েই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে—সাধারণ রঙ্গমঞ্চে—ছোটদের দিয়ে ছোটদের জন্য—ছোটদের উপযোগী নাটক দেখানোর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হলো। পশ্চিম বাঙলার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে কমলকৃষ্ণ রায়, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এবং বহু স্বনামধন্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পিদের উপস্থিতিতে এই অভিনয়ের উদ্বোধন হলো।

প্রায় দু'মাস ধরে প্রতি রবিবার সকাল ৯টায় এই অভিনয় দেখানোর ব্যবস্থা চললো। ছোট বড় সকলের ভীড় বাড়তে লাগলো। সারা সহরে সাড়া পড়ে গেলো—এমন কি পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী মহোদয় সপরিবারে একদিন 'পুতুলের দেশ' দেখতে এলেন এবং দেখে এই অভিনয় ও নাটিকাটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। শ্রদ্ধেয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতি স্বনামধন্য সাহিত্যিকবৃন্দ ও বহু প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী এই নাটিকার অভিনয় দেখে—নাটিকাটি ছাপিয়ে তোমাদের হাতে তুলে দিতে বললেন। কিন্তু তাও খুব তাড়াতাড়ি হয়ে ওঠেনি নানাকারণে। শেষ পর্য্যন্ত সু-সাহিত্যিক বন্ধুবর মনোজ বসুর আগ্রহে বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে সেটি ছাপিয়ে আজ তোমাদের হাতে নাটিকাটির এই নতুন রূপ তুলে দেওয়া সম্ভব হলো। তাই এঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে আরও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সু-সাহিত্যিক বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস ও সঙ্গীতবিদ্ সুকৃতি সেন মহাশয়কে। কারণ তাঁরা সানন্দে এই নাটকের শেষ গান হিসাবে যথাক্রমে তাঁদের রচনা ও সুর ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন। রঙমহলের পক্ষে বন্ধুবর

অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত সিংহ ও সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটকের প্রযোজনা ও পরিচালনায় আমাকে যে ভাবে সাহায্য করেছেন—তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছিনে। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই প্রীতিভাজন আলোক-চিত্র শিল্পী কানন মুখোপাধ্যায়কে; তিনি রঙমহলে অভিনয়ের বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি তুলে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন। সেগুলি বইতে ছাপা হোল। এখন তোমরা এই নাটক পড়ে ও অভিনয় করে যদি নিজেরা আনন্দ পাও—এবং আরও দশজনকে আনন্দ দিতে পারো তবেই আমার শ্রম ও উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলেই জানবো। এই নাটকের অভিনয় কি ভাবে করলে—অত্যন্ত সহজে তোমরা সর্ব্বত্র একে সার্থক রূপ দিতে পারবে—তার নির্দ্দেশও পরে দিলাম। পড়ে নিও সেটা, প্রীতি নিও।

ইতি—

শ্রীপঞ্চমী
১৩৫৪

তোমাদের
"মৌমাছি"

এই নাটক কি ভাবে করবে

'পুতুলের দেশ' নাটক যারা কলকাতার সম্মেলনে বা 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে দেখেছ—তাদের তো বেশ একটা মোটামুটি ধারণাই হয়ে গেছে—নাটকের সাজ-পোষাক দৃশ্যপট ইত্যাদি সম্বন্ধে, কাজেই তারা যখন এ বই অভিনয় করবে তখন তাদের আর ততটা ঘাবড়াবার কিছু নেই। যারা এই বইয়ের অভিনয় দেখেনি—তারাও যাতে কলকাতার অভিনয়ের কিছুটা আভাষ পায়—সেই উদ্দেশ্যে অল্প বিস্তর প্রায় সব দৃশ্যেরই ফটো এই বইতেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ সব ছবি দেখে যেন কেউ ঘাবড়ে যেওনা বা ভেবোনা অমন মুখোস, অমন পোষাক, অমন দৃশ্যপট আমরা পাবো কোথায়! কাজেই এই বই অভিনয় করা ভারী মুস্কিল হয়ে পড়বে! তা কিন্তু মোটেই ভাবলে চলবে না—কলকাতায় যে ভাবে এ বই অভিনীত হয়েছে—তার চেয়েও ভালো অভিনয় হবে—যদি তোমরা যারা এই বইয়ের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবে—তারা নিজের চলায় বলায় নিজের চরিত্রটিকে বেশ সহজ জীবন্ত করে তুলতে পারো। দৃশ্যপট ও পোষাক অভিনয়ের অনেকখানি সহায়তা করে বলেই ভেবোনা—যে খুব জমকালো পোষাক আর রঙচঙে সিন বা দৃশ্যপট হলেই নাটক জমে ওঠে। তা মোটেই নয় কিন্তু! আসল কথা এই নাটকে যার যেমন চরিত্র তাকে তেমনি সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই কথাবার্তা বলতে হবে—ওঠা বসা লাফ ঝাঁপ ইত্যাদি করতে হবে। প্রথম সেই সম্বন্ধেই বলি—যেমন ধরো 'পুতুলের দেশ' যখন বইটার নাম, তখন 'পুতুলরা'ই হচ্ছে এর আসল ভূমিকা। পুতুল যে ছ'জন ছেলেমেয়ে সাজবে—তাদের বয়স ৬ থেকে ৮ বছরের মধ্যে হলেই খুব ভাল হবে। ছ'জন পুতুলের মধ্যে যে দু'জন খুব চালাক—আর ভালো অভিনয় করতে পারে—তাদের

দেবে যথাক্রমে 'কাঠের পুতুল' আর 'কাপড়ের পুতুলে'র ভূমিকা। এখন বলি পুতুলদের সাজ গোজের কথা, ৪টি পুতুলকে খুব রঙচঙে কাপড়, ঘাগরা পায়জামা ইত্যাদি পরিয়ে দেবে—গলায় দেবে পুঁথির মালা—গায়ে জরীর গয়না ইত্যাদি। পুরুষ পতুলদের গোঁফ দাড়ি এঁকে দেবে। ভারী মজার চেহারা হবে তাদের। কাঠের পুতুলকে কাপড়ের জামার বদলে পরিয়ে দেবে পিজবোর্ড থেকে জামা পায়জামার মত বুক—হাত ও পা এই সব আলাদা আলাদা টুক্‌রো কেটে—সেগুলোকে রঙ চঙ করে। এমন করে ফিতে লাগিয়ে নেবে যাতে করে ঐ টুকরো গুলো হাত-পা বুকে বেঁধে দিলে মনে হবে—কাঠের পুতুল যে সেজেছে—তার দেহটা সত্যি যেন রঙ চঙে কাঠেরই তৈরী। আচ্ছা তারপর কাঠের পুতুলের মুখটাকেও ঠিক পিজবোর্ডের পোষাকের রঙ অনুসারে পেণ্ট করে নেবে। মাথাতেও বেঁধে দেবে পিজবোর্ডের পোষাকের রঙ চঙ করা একটা তে-কোণা মুকুট। দেখবে মানুষ বলে সহজে মনেই হবে না। 'কাপড়ের পুতুলে'র পোষাকটা হওয়া চাই ফুলো ফুলো নরম লেপের মত। এটা করতে হলে কি করতে হবে জানো—রঙীন ডোরা কাটা ছিট কিনে—তা থেকে যথাক্রমে দুটি হাতের 'ওপর-হাত' (কনুই থেকে বগল পর্য্যন্ত) ও নীচের-হাতে (কনুই থেকে কব্জী পর্য্যন্ত) বাঁধবার মত চারটে তুলো ভরা ছোট ছোট প্যাডের মত তৈরী করিয়ে নেবে দিদিদের দিয়ে। অবিশ্যি এমন মাপ নিয়ে করবে ঐগুলো—যে যখন ঐগুলিতে জোড়া জোড়া ফিতে লাগিয়ে—দু'হাতে চার টুক্‌রো জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হবে—তখন মনে হবে বেশ নরম ফোলা অথচ গোল গোল হাতগুলি কাপড়ের পুতুলের।

আচ্ছা তারপর বুকে বাঁধবার জন্য হাতকাটা ফতুয়ার মত গলা ও বগল গোল করে কেটে দুটুক্‌রো কাপড় কেটে নিয়ে সেটার চারধার সেলাই করে (একটু জায়গা তুলো ভরবার জন্য খোলা রেখে) উল্টে নিয়ে তার

ভেতর তুলো ভরে সেলাই করে নেবে—তার সেটা পিঠের দিক থেকে যাতে ফিতে দিয়ে বুকের সামনে জামার মত আঁট করে বেঁধে দেওয়া যায়—তেমন তেমন মাপেই ঠিক জায়গা মত ফিতের টুক্‌রো সেলাই করে নেবে। ব্যস দু'হাতে আগের চার টুক্‌রো প্যাড্‌ বেঁধে নিয়ে—কাপড়ের পুতুলের পাঞ্জাবীর ওপরে বুকের সামনে এটা বেঁধে দিলেই কাপড়ের পুতুল বলে মনে হবে। নীচের দিকে একটা ঢিলে বা কাবলী পায়জামা পরবে। সবশেষে মাথায় একটা ফেজ্‌ টুপী পরিয়ে দেবে। মুখসজ্জায়—একটু ঝোলা গোঁফ—আর একটু চুট্‌কী দাড়ি দিয়ে দেবে। ব্যস্‌। পুতুলদের সাজের পালা শেষ। শুধু মনে রাখতে হবে—তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য ছাড়া অন্য কোনও দৃশ্যেই পুতুলরা কেউ নড়তে চড়তে বা হাসতে পারবে না।

যাত্বকর—এই ভূমিকাটি দেবে লম্বা সুন্দর চেহারার একটি ছেলে বা মেয়েকে যে গান করতে পারে। এর সাজ পোষাক চেহারাটা হবে অনেকটা আলখাল্লা পরা রবীন্দ্রনাথের মতন। কাজেই গোঁফ দাড়ি আর পাকা চুলতো চাই, তবে আলখাল্লা যেখানে জোটানো সম্ভব হবে না—সেখানে মেয়েদের রঙীন একটা সায়া বা পেটিকোট পায়জামার ওপরে পরে নেবে, তারপর ওপর গায়ে একটা ঢিলে হাতা রঙীন বা সাদা পাঞ্জাবী পরে নেবে। মাথায় একটা রঙীন পাগড়ী বেঁধে নেবে মাঝখানে একটা রঙীন কাগজের মস্ত গাধার টুপি বসিয়ে। এগুলো সব সবুজ রঙের হলেই খুব ভালো হবে। পায়ে নাগরা জুতো, কাঁধে ঝুলি, গলায় ফকীরদের মত বড় পুঁথির দু'এক ছড়া মালাও ঝুলিয়ে দিতে পারো।

পুতুবুড়ী—পুতুবুড়ীর ভূমিকাটিই সবচেয়ে বড় আর শক্ত—কাজেই যে মেয়েটি নিজের ইচ্ছামত হাসতে কাঁদতে ও কথার ভঙ্গী বদলাতে এবং গান গাইতে পারে—তাকেই দেবে এই ভূমিকাটি। পুতুবুড়ীকে বুড়ী সাজতে হবে যে তাতো বুঝতেই পারছো—প্রথম অঙ্কের দৃশ্যগুলিতে

গেরুয়া রঙের লালপাড় শাড়ী পরবে, কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে —ময়লা ছেঁড়া লাল পাড় সাদা কাপড় পরবে ও কুঁজো হয়ে চলবে। পুতুবুড়ী গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়ে দেবে। শেষ দৃশ্যে পুতুবুড়ীর নতুন রূপ দেখাতে হবে—কিন্তু অত অল্প সময়ের মধ্যে তার সাজ বদল করা সম্ভব নয় বলেই আর একটি সুন্দর মেয়েকে রাণীর বেশে সাজিয়ে যে বেদীর উপর পুতুবুড়ী দাঁড়াবে—তার পিছনে এমন ভাবে লুকিয়ে রাখবে যে দর্শকরা তাকে দেখতে না পায়। যখন পুতুবুড়ীর রূপ বদলাতে হবে, তখন আলো নিভিয়ে রঙ্গমঞ্চ বা ষ্টেজটাকে সম্পূর্ণ অন্ধকার করে দেবে—আর সেই সুযোগে 'বুড়ী-পুতুবুড়ী' বেদীর পিছনে আড়ালে চলে যাবে—'রাণী-পুতুবুড়ী' যে সেজেছে সে বেদীর ওপর এসে দাঁড়াবে।

নতুন মানুষের দল—যে চারটি ছেলে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেশনায়ক, দেশ সর্দ্দার, দেশপত্তি, দেশাচার্য্য সাজবে এবং যে দুটি মেয়ে দেশবাণী ও দেশলক্ষ্মী সাজবে তাদের ছ'জনকেই নতুন মানুষ সাজাবে। প্রথম দুজন ছেলে পরবে কাব্‌লী ঢঙে গেরুয়া কাপড়, পাঞ্জাবী, পাগড়ী —আর মাঝের দুজন ছেলে পরবে সাদা কাপড়, পাঞ্জাবী এবং সাদা পাগড়ী। বাকী দুটি মেয়ে পরবে সবুজ শাড়ী ও সবুজ জামা—চুলগুলি খোলা থাকবে। এবং পর পর ঐ রঙ অনুসারেই দু'জন, দু'জন করে দু'জনই প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে প্রবেশ করবে। এবং এমনভাবে সারি দিয়ে ঘুরবে ফিরবে—গান গাইবে। সম্ভব হলে ওদের প্রত্যেকের গলায় একটি করে ফুলের মালা পরিয়ে দিতে পারো।

বর্ত্তানিয়া সিংহ—এটিকে সিংহ সাজতে হবে—সিংহের মুখোস তৈরী করে নেওয়া খুব শক্ত হবে না—যদি তোমাদের মধ্যে একজন ভালো ছবি আঁকিয়ে বা শিল্পী থাকে—পিচ্‌বোর্ডের ওপর সিংহের মুখ এঁকে দুটো চোখের যায়গায় দুটো ফুটো করে নিলেই কাজ চলবে। এই ভাবে রতাশিয়াল, মলিমর্কট, ভুঁড়োবাঘ সকলেরই আলাদা আলাদা মুখোস তৈরী

করে বা কিনে নেবে। মনে রেখো বর্ত্তানিয়া সিংহ, ভূঁড়ো বাঘ, রতাশিয়াল, মলিমর্কট এদের সকলেরই সাহেবী ধরণের পোষাক এবং জুতো মোজা পরতে হবে। এই চারটি ভূমিকাই ১৫।১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের দেবে। এবং বড়দের নাটকের হেষ্টিংস্, ক্লাইভ, কার্ভালো ইত্যাদির পোষাক ভাড়া করে এনে এদের পরাতে পারলে খুবই ভাল হয়। মফঃস্বলেও এই পোষাক ভাড়া পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। তাও যারা জোগাড় করতে না পারবে—তারা ঐ ভূমিকায় যারা নামবে তাঁদের আলাদা আলাদা রঙের কোট প্যাণ্ট ও স্যুট্ পরিয়ে দেবে। রতা শিয়ালকে পরাবে শিয়ালের গায়ের রঙের সঙ্গে মেলে এমন কোট প্যাণ্ট। সিংহকে পরাবে সিংহের রঙের কোট প্যাণ্ট—তবে সে রাজা কিনা, তাই তাকে যে কোট প্যাণ্ট পরাবে, তার হাতে বুকে—আলগা শেলাই করে কিছু ঝক্‌মকে জরীর ফুল—বা তারা ইত্যাদি বসিয়ে নিতে পারো। সিংহকে মুখোস পরিয়ে—তার মাথায় কটা পরচুলের বাবরী বা সোনালী পাটের কেশর করে দিতে পারলেতো একেবারে খাসা দেখতে হবে। 'মলি-মর্কট' যে সাজবে তাকে পরাবে বাঁদরের মুখোস—আর কালো পোষাক। 'ভূঁড়ো বাঘ'কে হল্‌দে রঙের কোট প্যাণ্ট পরাবে তবে তার আগে কোট এবং প্যাণ্টের গায়ে গায়ে—আলগা ফোঁড়ের সেলাই দিয়ে সাদা ও কালো কাপড়ের ফালি কেটে কেটে এমন ভাবে—বসাবে যেন বাঘের রঙের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

দেশগৌরব, দেশ ত্রাতা, দেশনায়ক, দেশপতি, দেশাচার্য্য, দেশসর্দ্দার, দেশবাণী, দেশলক্ষ্মী—এদের সাজ পোষাক কেমন হবে—কোন চরিত্রটির চেহারা কি হওয়া উচিত তা এই বইয়ের ছবি দেখেই বুঝতে পারবে। এবং তাদের সাজানোর চেয়ে চেহারা বেছে ভূমিকাগুলি যথাযথ ভাবে দিতে পারলেই কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পূব দেশের রাজা—এই ভূমিকাটি এমন একটি ছেলেকে দেবে—যার চেহারাটা হবে অনেকটা পূর্ব্ব এশিয়ার মানুষদের মতন। অর্থাৎ চোখ ছোট, নাক থাঁদা—ফরসা রং—হলেই খুব ভাল হবে। নাটকের যে দৃশ্যে 'পূবদেশের রাজা' ও দেশ গৌরবে'র কথা হচ্ছে—তার একটা ছবি এই বইতেই আছে সেটাও দেখে নিও।

আচ্ছা এতো গেল—সাজ পোষাকের ব্যাপার। খুব বেশী শক্ত নয় এগুলো জোটানো। এখন ভাবনা 'কুটীর', 'জঙ্গল', 'সমুদ্রতী'র 'প্রাসাদ কক্ষ' এসব দৃশ্যপট কোথায় পাওয়া যায়। বড় বড় সহরে যেখানে হামেশাই তোমাদের বাবা-কাকা-দাদারা সখের থিয়েটার করেন—সেখানে এই দৃশ্যপটগুলি যোগাড় করা খুব শক্ত হবে না। তবে পাড়াগাঁয়ে এইসব দৃশ্যপট বা সীন্ না পাওয়া যেতে পারে। নাইবা পাওয়া গেল—তাতে ক্ষতি নেই—এক রঙা বা রঙীন কাপড় দিয়ে তোমরা সাধারণতঃ যেমন মঞ্চ করে অনেকবার অভিনয় করেছ—তাতেই এই নাটক অভিনয় কোরো, দেখবে সবাই তাই দেখেই বাহবা দেবে। কিন্তু মনে রেখো প্রত্যেককে নাটকের কথাগুলি স্পষ্ট করে এমনভাবে বলতে হবে যাতে দর্শকরা সবাই কথাগুলি শুনে বুঝতে পারে। অভিনয়ে আলোর কেরামতী ফোকাস্ ইত্যাদির ঝামেলা তেমন না করলেও চলবে। তবে যদি সুবিধা থাকে তাহলে দাঙ্গার দৃশ্যটাতে লাল আলো দেবে—সেই সঙ্গে ধূনোর ধোঁয়ায় মঞ্চ ভরে দিয়ে তবে পর্দ্দা তুলবে। পারতো পটকাও ফুটিও কয়েকটা।

আর একটি কথা মনে রেখো—এই নাটকটি যেখানেই অভিনয় করোনা তোমরা—সে খবরটি নিখিল ভারত মণিমেলা কেন্দ্রে জানাবে—কারণ তাহলে তোমরা তাদের কাছ থেকে অনেক বিষয়ে অনেক সাহায্য পাবে। আমাকে জানালেতো খুবই খুশি হবো।

তোমাদের

মৌমাছি

নাটকে কি কি ভূমিকা আছে?

পুতুবুড়ী	...	পুতুলদের মা
যাদুকর	...	দেশ বিধাতা
পুতুলেরা	...	৬ জন পুতুল
নতুন মানুষের দল	...	৬টি কিশোর কিশোরী
বর্ত্তানিয়া সিংহ	...	বিদেশের জন্তু-রাজা সিংহ
ভুঁড়ো বাঘ	...	ঐ মন্ত্রী (বাঘ)
রতা শেয়াল	...	ঐ প্রতিনিধি
মলিমর্কট	...	পুতুলের দেশের শয়তান বাঁদর
পূবদেশের রাজা	...	ভিন্ দেশের রাজা
দেশত্রাতা	...	পুতুলের দেশের সেরা মানুষ
দেশ গৌরব	...	ঐ
দেশনায়ক	...	ঐ
দেশাচার্য্য	...	ঐ
দেশপতি	...	ঐ
দেশসর্দ্দার	...	ঐ
দেশবাণী	...	ঐ (মেয়ে)
দেশলক্ষ্মী	...	ঐ (মেয়ে)
কাঠের পুতুল ও কাপড়ের পুতুল	...	পুতুলদের দু'জন সঙ্গী
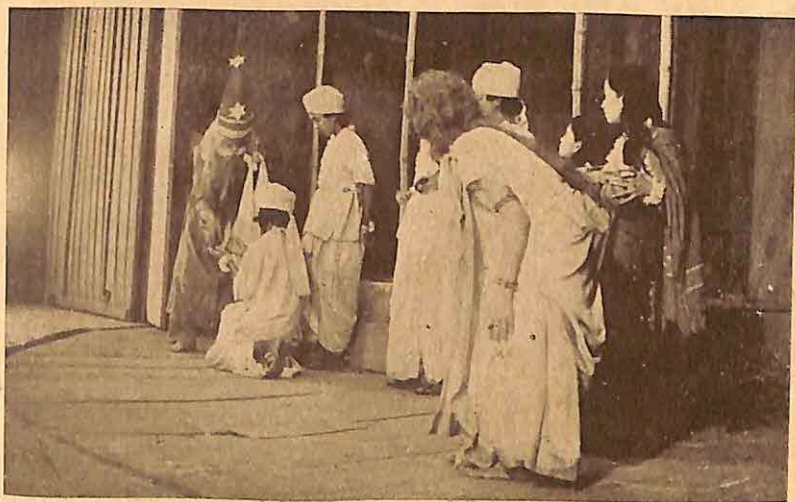
পুতুবুড়ী, যাদুকর ও পুতুলরা

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

যাদুকর নতুন মানুষদের হাতে নূপুর, পুঁথি, বীণা প্রভৃতি দিতেছেন।
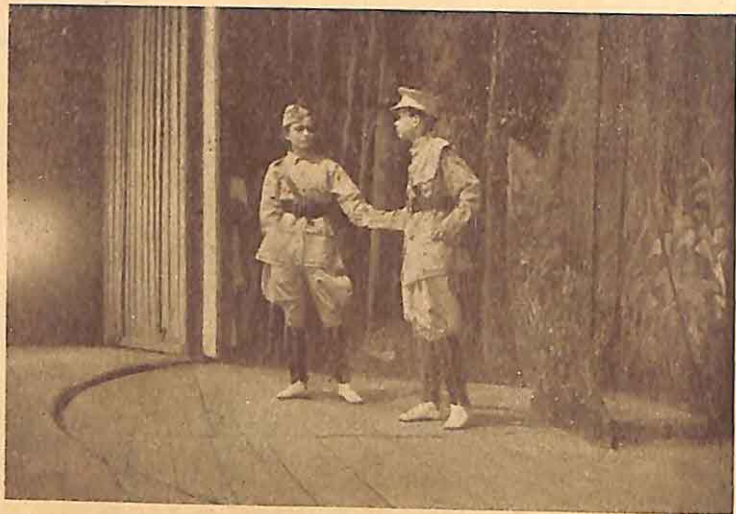
দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

দেশ গৌরব ও পূবদেশের রাজা আলাপ করছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

পুতুবুড়ী যাদুকরকে বলছে, "খেতে পরতে না পেয়ে দেখছো না আমার কি দশা?"

'পুতুলের দেশ'

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—পুতু-বুড়ীর ঘরের ভিতর

[রঙ্গমঞ্চ বা ষ্টেজের ওপরটা নীল আলোর আবছা অন্ধকারে ঢাকা—পেছনে একটা খোলা জানালা দিয়ে সন্ধ্যার চাঁদ দেখা যাচ্ছে—পুতু-বুড়ীর ঘরের চারধারে রকমারী সাজের পুতুলরা সব কাঠের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে (একটুও নড়তে পাবে না যারা পুতুল সেজেছে) পেছনে বাজবে একটা করুণ সুরের বাজনা]

(পুতু-বুড়ী এক বোঝা শুকনো কাঠ মাথায় নিয়ে প্রবেশ করলো, কাঠ নামিয়ে ছুটে গিয়ে পুতুলদের সবার গালে চুমো খেলো, আদর করলো, কিন্তু তারা কেউ কিছুই বললো না, কইলো না)

পুতু-বুড়ী

এমন সোণার দেশ ! গাছে গাছে যার দোয়েল, কোয়েল শ্যামা ডাকে—অথৈ দীঘির কালো জলে রুই কাৎলা খেলে বেড়ায়—মাঠে মাঠে সোণার বরণ ধানের শীষ হাওয়ায় দোলে—সে দেশে 'মানুষ' নেই কো ! ভাল মজা করেছো যাদুকর ! যাদের দিয়ে এ দেশের ঘর-বাড়ী, হাট-বাজার

সাজিয়ে রেখেছ, তাদের দেখলে 'মানুষ' বলেই মনে হয়। চোখ, মুখ, নাক, কাণ. জামা, কাপড়—সবই তাদের মানুষের মত; কিন্তু নেইতো তাদের মানুষের প্রাণ, রক্তে তাদের নেইতো উত্তাপ, মুখে তাদের নেইতো জোরালো ভাষা! পরের দুঃখে তারা মানুষের মত কাঁদতেও পারে না। যারা তাদের আঘাত করে, তাদের পাল্টা আঘাত দেবার শক্তি তাও নেই। (দীর্ঘশ্বাস) কিন্তু ওরা হাটে, চলে—সে তো পরের হাতের দড়ির টানে; আমি যদি নাচাই, তবেই নাচে। এদের নিয়ে একলাটি যে আর পারি না আমি এ সোণার দেশে বেঁচে থাকতে। (হতাশ হয়ে বসে পড়লো) মনে হয় যেদিকে দু'চোখ যায় যাই চলে—কিন্তু তাই বা যাই কেমন করে? আমি চলে গেলে ওদের কে দেখবে?

রঙ ময়লা হয়ে যাবে, পোকায় কাটবে ওদের দেহ! সেও যে সইতে পারি না—যাদুকর যে বলে দিয়েছে ওদের আমি মা! যাদুকর বলেছে এরাই একদিন মানুষ ছিল, আবার মানুষ হবে—কিন্তু সে কবে? কবে? (আকুল হয়ে) যাদুকর! কোথায় তুমি, এদের মানুষ করে দিয়ে যাও, বলে দাও কবে এরা মানুষ হবে। (মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পুতু-বুড়ী মূর্চ্ছা গেল)।

[সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ষ্টেজ অন্ধকার হয়ে গেল, অন্ধকারে যাদুকর ষ্টেজের মাঝখানে এসে পুতু-বুড়ীর পেছনে দাঁড়াবে, তারপর চারধারে জোরালো আলো জলে উঠলে যাদুকর গানে অথবা আবৃত্তি করে বলবে]

যাদুকর

কাঁদিস কেন কাঁদিস কেন
কেঁদে কি আর হবে?
এরা সবাই মানুষ হবে কবে?
সে কথা কেউ বলতে নারে
বিশ্ব-বিপুল ভবে।
মানুষ হওয়ার তরে
এরা যদি চেষ্টা নাহি করে
সাধ্য কি মোর ওদের মানুষ করি,
তাইতো ওদের দুঃখে আমি নিজেই
কেঁদে মরি।
কাঁদিস কেন? কাঁদিস কেন?
কেঁদে কি আর হবে?
এরা সবাই মানুষ হবে কবে?
সে কথা কেউ বলতে নারে
বিশ্ব-বিপুল ভবে।
এদের মানুষ গড়ার তরে কত রকম বেশে,
এদের দেশেই জন্মেছিলাম যুগে যুগে এসে;
বিলিয়ে গেছি ধর্ম্মকথা, সাহিত্য আর কাব্য ছবি—
পরের হাতের পুতুল ওরা ওদের কাছে ব্যর্থ সবি।
কাঁদিস কেন? কাঁদিস কেন?
কেঁদে কি আর হবে?

[এর পরেই যাদুকর আস্তে আস্তে চলে যাবে, আলো আগের মতই আবছা অন্ধকার হ'য়ে উঠবে, তারপর পুতু-বুড়ীর মূর্চ্ছা ভাঙবে, সহসা উঠবে কেঁদে]

পুতু-বুড়ী

যাদুকর! তুমি কি এসেছিলে এই পুতুলের দেশে? আমি যেন দেখলুম, তুমি এলে একাধারে কবি, শিল্পী, কারিগর, ঋষি আর কর্ম্মীর মিলিত মূর্ত্তি ধরে—এলে যদি আবার গেলে কেন? (ছুটে গিয়ে জানলার বাইরে তাকালো)। কাকেই বা জিগ্যেস করি? যাদুকর কি সত্যি এসেছিলো এ দেশে? এ প্রশ্নের জবাব দেবার মত একটি প্রাণীও যে খুঁজে পাই না কোথাও? কি করি 'কোথায় যাই'? (ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে)

২য় দৃশ্য—বন

[নানারকম পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—পুতু-বুড়ী কাঠ কুড়োচ্ছে—এমন সময় 'হুক্কা হুয়া' ডাক। রতা শেয়াল খোঁড়াতে খোঁড়াতে আর 'ক্যা হুয়া' করে ডাকতে ডাকতে হেঁটে এসে দাঁড়ালো দূরে]

পুতু-বুড়ী

(অবাক হয়ে) এ আবার কোন ছিষ্টিছাড়া জীব! চেহারাটা দেখছি শেয়ালের মত!—যাক! তবু এতদিনে একটা জ্যান্ত প্রাণীর দেখা পেলুম এদেশে! ওটা বোধ হয় অন্য কোনও

দেশ থেকে ছট্‌কে এসে পড়েছে এ দেশে! আহা! হাজার হলেও শেয়াল তো! মানুষ হলেও না হয় হুটো কথা কয়ে সুখ পেতুম! তবে শুনেছি, জন্তুদের মধ্যে ওরাই সব চেয়ে ধুর্ত্ত।

রতা-শেয়াল

হুক্কা হুয়া! আমি কঠা বলটে পারি কিন্টু!

পুতু-বুড়ী

(স্বগতঃ) তাইতো এ যে আরও আশ্চর্য্যি ব্যাপার! শেয়ালে কথা বলে! বেচারা দেখছি খোঁড়াচ্ছে, কে বুঝি ওর ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দিয়েছে? ও যখন কথা বলছে, তখন দেখিই না ওর সঙ্গে কথা বলে? (রতা শেয়ালের কাছে এগিয়ে) তুমি কোন দেশের শেয়াল গা? এ দেশের শেয়ালরা তো কথা বলতে পারে না।

রতা-শেয়াল

হাসালে যাহোক্! এ ডেশ টো পুটুলের ডেশ, কি কোরে শেয়ালে কঠা বোলবে বোল? হামি আস্‌ছি সাট্ সুমুড্ডুর টের নডী পারের আজব রাজ্য ঠেকে। যে ডেশের মানুষরা মারামারি কাটাকাটি হিংসা করটে করটে সব বাঘ, ভাল্লুক, হায়েনা, সিংহ আর শেয়াল হইয়ে গেছে, সেই ডেশ ঠেকে।

পুতু-বুড়ী

তাই নাকি! তেমন দেশও আছে? বিধাতার সবই

অপূর্ব্ব খেলা! কোনও দেশের 'মানুষ' কাজকর্ম্ম, সাধনা না ক'রে হয়ে পড়ে 'পুতুল'—আর কোনও দেশের মানুষ মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা, করতে করতে হয়ে পড়ে জানোয়ার! আচ্ছা তোমার নাম কি? আর কেনই বা তুমি হঠাৎ এ দেশে এলে?

রতা-শেয়াল

হামার পরিচয়? 'রেণার্ড দি ফক্স' এর নাম শুনিয়াছে টো? হামি টারই বায়রাবাই। নাম হামার মস্‌টো—সে টুমি উচ্চারণ করিতে পারিবে না। হামাকে টুমি 'রটা' বলিয়াই ডেকো—এ ডেশে এসেছি কেনো জানো? শুনিলাম এ ডেশে পরের মাঠায় কাঁঠাল বাড়িয়া খায় সবাই, টাই ভাবলুম কাঁঠাল এ ডেশে খুব ফলে, খাবার, ডাবার অফুরন্ট মেলে। ডেশে খাইটে পাই না পেট ভরে—হামায় টুমি খাইটে ডেবে? (বলেই রতা একেবারে পুতু-বুড়ীর পা জড়িয়ে ধরলে)।

পুতু-বুড়ী

আহা! তোর বড় কষ্ট! চল্ আমার সঙ্গে, আমার ঘরে চল, কত আঙুর, কমলালেবু, কাঁঠাল খেতে দোব। রকমারী পুতুলের নাচ দেখাব। আজ থেকে তোকে ছেলের আদরে ঘরে রাখবো। আয় আমার হাত ধর।

(রতা উঠে এগিয়ে এসে পুতু-বুড়ীর হাত ধরলো—যাবার সময় দাঁত খিঁচিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে একটা দুষ্টু মতলবের হাসি হেসে গেল)।

৩য় দৃশ্য—পুতু-বুড়ীর ঘর

[ঘরের রোয়াকে চারধারে পুতুলরা সব দাঁড়িয়ে আছে আড়ষ্ট কাঠ হয়ে—'রতা শেয়াল' একটা বাটিতে কি যেন নিয়ে খাচ্ছে। পুতু-বুড়ী একটা পুতুলের হাত ধরে নাচাচ্ছে আর গাইছে—]

(নাচের সঙ্গে গান)

আবার তোরা 'মানুষ' হয়ে
জীবন নাচের ছন্দ লয়ে
নৃত্যে ধরা জাগিয়ে তোল
জাগিয়ে তোল, দে দোল্ দোল্

তোদের নাচে উঠুক ফুটি
দুঃখ-সুখের কমল দুটি
আনন্দেরই কলরোল
জাগিয়ে তোল, দে দোল্ দোল্

পরের হাতের পুতুল হয়ে
থাকবি কি সব অন্ধ রয়ে
তোদের জ্ঞানের চক্ষু খোল
নৃত্যে ধরা জাগিয়ে তোল
দে দোল্ দোল্।

[নাচ থামলো—পুতু-বুড়ী পুতুলটিকে নিয়ে গিয়ে অন্য সব পুতুলের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সব পুতুলের গালে একটী করে চুমু খেলে]

পুতু-বুড়ী

কেমন লাগলো নাচ ?

রক্তা-শেয়াল

বিস্‌শিরী! বিস্‌শিরি! একটুও ভাল না—ডেখনি টো হামাদের ডেশের শ্যালীডের নাচ? উহারা যেমন চট্‌পটে টেমনি খট্‌খটে উহাডের পায়ের টাল। নাচের কঠা এমন ঠাক্—ডেখো পুটুমাসী হামি টো নাচ ডেখিটে আসি নাই এ ডেশে—যেজন্য আসিয়াছি সেই কাঁঠাল খাওয়াও, টোমার হাটের রান্না খাইলাম বটে, টবে বেশ টৃপ্টি হ'লো না, পেট ভরলো না; নিরিমিস্তি কিনা, মাংস টাংস না হইলেও কাঁঠাল টো চাই ?

পুতু-বুড়ী

তাইতো! নিরিমিষ্যি খেতে বেচারার ভারী কষ্ট হোল, ক্ষিদে মিট্‌লো না! আহা বাছা! রাগ করিস্ না, আমি এক্ষুণি বনে গিয়ে কাঁঠাল নিয়ে আসছি। (পুতু-বুড়ী কাঁঠাল আনতে চলে গেল)

('রক্তা-শেয়াল' গিয়ে যারা পুতুল সেজেছে, তাদের কারুর কান, কারুর নাক টানতে লাগলো—তাদের গলার হার, হাতের চুড়ি, সব খুলে নিয়ে পকেটে পুরতে লাগল)

রক্তা-শেয়াল

পুটু-বুড়ীর ভারী আশা এই পুটুলরা মানুষ হইয়া উঠবে!

হাঃ হাঃ হাঃ, মানুষ হয়ে উঠে উহারাই আমাকে শ্যালটাড়া করে টাড়াবে এ ডেশ ঠেকে—এটা যেন হামি আর বুঝি না। পুটুলের আবার আডর কটো! গায়ে সোনার গয়না, রেশমী কাপড়! 'মানুষ' হয়ে উঠার আগে ও সমস্ত কাড়িয়া লওয়াই ঠিক। উহারা যাহাটে শক্ট সমর্ঠ না হইটে পারে—উহাডের শেয়াল নাচের লোভ ডেখায়ে হেমন নাচ নাচাইব, যে সবাইকার হাট পা খোঁড়া করে বেটাডের পঙ্গু অসহায় করে ঘর ঠেকে টেনে নিয়ে ফেলে ডোব বিপঠে কুপঠে। টারপর আর হামায় পায় কে? পুটু-বুড়ী হামার কে? কেউ নয়। নাঃ আর ডেরী করা ঠিক হোবে না। বুড়ী ফেরার আগে হামার কাজ গুছায়ে লিই।

(তারপর যারা 'পুতুল' সেজেছে রতা শেয়াল তাদের একে একে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতে লাগলো, তারপর শেষ পুতুলটিকে বিদেয় করে দিয়ে—ঘরে ঢুকলো মেলাই গয়না কাপড় নিয়ে—মুখে চোখে খুব আনন্দ)

রতা-শেয়াল

উহারা হোবে 'মানুষ'? উহাডের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলাম, কেউ একটু টুঁ শব্দ করিলো না, উহারা হোবে মানুষ? যাক্ এখন সাট সমুড্ডুর পেরিয়ে এটোডুর আসাটা একেবারে ব্যার্ঠো হয় নাই। মিষ্টি কঠায় বুড়ীকে ভুলিয়ে কাজ হাঁসিল করেছি। বুড়ী টের পাইলেই বা হামার কি করিবে? এ ডেশে মানুষ ঠাকিটো যডি টাহোলে ভয়ের কঠা হইটো। এবার

নিজের জাটভাইডের ডাকিয়া এনে এখানে 'জন্টু' রাজ্য গড়িয়া টুলিবে। আর এ ডেশের পুটুলগুলোর নাকে ডরি ডিয়ে নাচাইবে। বুড়ী আসবার আগেই পালানো যাউক্।

(রতা-শেয়াল গয়না কাপড় সব পুঁটলি বেঁধে নিয়ে সরে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেজের পিছনে একটা করুণ সুরের বাজনা বাজতে থাকবে। পুতু-বুড়ী একটা ঝুড়িতে ফল আর কাঁঠাল নিয়ে ঢুকলো)।

পুতু-বুড়ী

(ঝুড়ি নামিয়ে) ওমা! ঘর যে খালি? আমার নয়নের মণিরা সব কোথায় গেল? কে তাদের পথ ভুলিয়ে নিয়ে গেল রে? কই! 'রতা' কই! তবে কি এ তারই কাণ্ড! তাকে আমি ঘরে এনে এত আদর যত্ন করলুম, এত খাওয়ালুম, আর শেষটায় কিনা সে এই কাণ্ড করলে? যাদুকর! যাদুকর! দেখে যাও তোমার হাতে গড়া পুতুলরা আমার দিকে ফিরে না তাকিয়ে চলে গেল। ওরে! আমার শ্যামল স্নেহে মানুষ করা বুকের মাণিকরা, ঘরে ফিরে আয়, ফিরে আয় তোদের ঘরে—একবার ফিরে তাকা তোদের ঘরের দিকে। পরের কথায় নেচে কোথায় চলেছিস্। একবার বুঝে দেখ্ তোরা! (মূর্চ্ছা)

[পাঁচটি ছেলে ও দুটি মেয়ে নতুন মানুষ সেজে যাদুকরের পিছন পিছন সার বেঁধে গান গাইতে গাইতে ঢুকলো। এদের প্রথম দুটি ছেলের পরণে গেরুয়া রঙের জামা-কাপড় ও মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। মাঝের তিন জনের সাদা পোষাক ও সাদা পাগড়ী। শেষের দুটি মেয়ের গাঢ় সবুজ

রঙের জামা-কাপড়। সমস্ত রঙ্গমঞ্চ জোরালো আলোয় আলো হয়ে উঠলো]।

(নতুন মানুষদের গান)

কাঁদিস্ না মা, কাঁদিস্ না মা
মোছো চোখের জল
চেয়ে দেখ্ আমরা হাজির
নূতন মানুষ দল।
থেকে তোর স্নেহের ছায়ায়
ভুলল যারা পরের মায়ায়,
আবার তাদের ঘরে ডেকে
লাভটা কি মা বল ?

(কাঁদিস্ না মা কাঁদিস্ না মা)

আমরা নতুন যুগের মানুষ
গড়ব নতুন দেশ
তোমায় মাগো পরিয়ে দেব
আবার রানীর বেশ
যাদুকর দেবে মোদের হাতুড়ি, কলম, তুলি,
তীক্ষ্ণ অসি, মধুর বীণা, পুঁথি আর নূপুরগুলি
সেগুলি লাগিয়ে কাজে
এ জীবন করব সফল।

(কাঁদিস্ না মা, কাঁদিস্ না মা

একজন নতুন মানুষ

যাদুকর! বুড়ো মানুষ তুমি, কতকাল বইবে তুমি, তোমার ঐ ঝুলিঝোলা আর মালের বোঝা? ওগুলো আমাদের দাও, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি ওগুলোকে কাজে লাগাব।

যাদুকর

বেশ তো! এতদিন বয়ে বেড়িয়েছি নতুন যুগ সৃষ্টির মালমশলাগুলো, দেবার লোক পাইনি—আজ পেলাম আমার কল্পনার সৃষ্টি, ভবিষ্যতের যাদুকর দলের দেখা—তোমাদের হাতেই দিয়ে যাই আমার সব কিছু—

(যাদুকর নতুন মানুষের দলের সাতটি ছেলেমেয়ের হাতে এক একটি জিনিষ তলোয়ার, কলম, তুলি, পুঁথিপত্তরের ঝুলি, বীণা ও নূপূরগুলি দেবে—সবাই একে একে হাঁটুগেড়ে বসে দু'হাত পেতে সেই জিনিষগুলি মাথায় ঠেকিয়ে বুকে নিয়ে উঠে লাইনে দাঁড়াবে।)

(সঙ্গে সঙ্গে পুতু-বুড়ীওর মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে। সে আস্তে আস্তে উঠে অবাক হয়ে নতুন মানুষদের সবাইকে দেখে নেবে, তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে বলবে—)

পুতু-বুড়ী

যাদুকর! এরা কারা!

যাদুকর

পুতুলের দেশে এসেছে নতুন যুগের মানুষরা, এরা আমার কাছ থেকে বিলাস, সাজগোজ, মনিরত্ন, চায় না, এরা চায়

আমার হাতুড়ী, কলম, তুলি, ধারালো অসি, সুমধুর বীণা, পুঁথি আর নূপুরগুলি। এদের প্রত্যেকের মনে অপরকে মানুষ করার চেষ্টা। এরা জানে কোথায় কিসে মানুষ হওয়ার মন্ত্র লুকিয়ে আছে—এদের তুমি তোমার শ্যামল স্নেহে পুষ্ট করে সুস্থ সবল করে গড়ে তোল। এরা তোমার দুঃখ ঘোচানোর সাধনার সাধক।

পুতু-বুড়ী

(উঠে দাঁড়িয়ে) আয়, আয় তোরা আমার বুকে আয়। শূন্য বুক ধন্য হোক।

(নতুন মানুষের দল সবাই ছুটে গিয়ে পুতুবুড়ীকে প্রণাম করবে। পুতু-বুড়ী সবাইকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে যাদুকরকে জিজ্ঞেস করবে—)

পুতু-বুড়ী

যাদুকর! এদের সব নাম কি? এদের আমি কি নামে ডাকব?

যাদুকর

তোমার নাম দেশজননী—কাজেই এদের তুমি দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, দেশপ্রাণ, দেশপূজ্য, দেশবাণী এই সব নামই দিও। এমন ছেলেমেয়ে আরও অনেক দেখা দেবে তোমার ঘরে মা—এখন থেকে সুরু হলো পুতুলের দেশে নতুন করে মানুষ হওয়ার সাধনা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ভিন্‌দেশের সমুদ্র সৈকত

[সমুদ্রের ধারে পশুরাজ বর্ত্তানিয়া সিংহ-মন্ত্রী ভুঁড়োবাঘ পায়চারী করছেন।]

বর্ত্তানিয়া সিংহ

(পায়চারী করতে করতে) সাট সাগোর পারের সোণার ডেশ থেকে—এটোডিন ঢোরে খানাপিনা, সোণাডানা—ঠিকঠিক মটো যুগায়ে আসিটেছিল রটা। হোঠাট্ সোব আমডানী বণ্ডো হইয়া গেল! বেপারটা কি কিছুই বোঝা যাইটেছে না। কোন খব্‌রাখবরও নাই! ইটো বহুৎ ভাবনার কঠা হইয়া উঠিল। (সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে) দেখোটোহে মন্‌ট্রী হে, ঝেনো একটা জাহাজ লোঙর করিয়াছে না?

ভুঁড়ো বাঘ

(অনুমোদন করিয়া) হাঁ-লু-ম্—কিছু আসিটেছেন!

(পেছন থেকে মলিমর্কটের প্রবেশ ও কুর্নিশ সহকারে নিবেদন)

মলিমর্কট

কিছু আসিয়াছেন—আমি এসে গেছি হুজুর! রটা বাহাদুরের দূত।

বর্ত্তানিয়া

(চমকাইয়া উঠিয়া) কে! কে! ও মলিমর্কট ? সোণার ডেশের খোবর কি বোলোটো ?

মলিমর্কট

হুজুর ভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে বলব ?

বর্ত্তানিয়া

নির্ভয়ে বোলো।

মলিমর্কট

হুজুর খবর খুবই খারাপ—সোণার দেশে পুতু-বুড়ীর ঘরে দেখা দিয়েছে একদল নতুন মানুষ—তারা সব পুতুলদের জাগিয়ে তুলছে। তাদের বুঝিয়ে বলছে—তোমরা ঐ সব জংলী অসভ্য জন্তু জানোয়ারদের তাঁবে থেকে দুঃখভোগ করছ কেন? বিদেশ থেকে এদেশে এসে ওরা শাসন করবে, শোষণ করবে—এ ব্যবস্থা তোমরা কেন বরদাস্ত করবে ?

বর্ত্তানিয়া

হুম্! আউর বোলে কি টারা ?

মলিমর্কট

বলে আর কি হুজুর! পুতুলদের বলে—তোমরা তো সত্যি পুতুল ছিলে না। মানুষের কাজকর্ম্ম—মানুষের ধর্ম্ম ভুলেই অমন পুতুল হয়ে গেছ। মানুষ হওয়ার চেষ্টা কর, সবাই মানুষ হয়ে ওঠো—বর্ত্তানি সিংহের কর্ত্তামি ঘোচাও,

তার জাতভাই ঐ রটা আর তার দলবলকে এদেশ থেকে তাড়াও। এদেশে দুর্ভিক্ষে, অনাহারে না খেয়ে মরবো আমরা, আর ওরা আমাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে ভুঁড়ি বাড়াবে—এ হ'তে দিও না।

ভুঁড়ো বাঘ

আস্পরধাটো কোম নয় হে! কটোগুলো মানুষ এইসব গণ্ডগোল করছে। কটোডিন ঠেকে করছে।

মলিমর্কট

হুজুর—অনেকগুলো মানুষই দেখা দিয়েছে—অনেকদিন থেকেই করছে—মস্ত মস্ত নাম! জবরদস্ত মানুষ।

বর্ত্তানিয়া

(দাঁত খিঁচিয়ে ধমক দিয়ে) চোপ্‌রাও। বঁটির বাট টক্‌টোপোষ চ্যালাকাঠ!

(মলিমর্কট চম্‌কে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল—তারপর ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে, বাঁদরের ভঙ্গিতে গা চুলকিয়ে নিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে)

মলিমর্কট

হুজুর! শুধু শুধু আমাকে গাল দিলেন—আমার কি অপরাধ বলুন আজ্ঞে! রটা বাহাদুর যে আপনাকে এসব জানান নি! আপনি যে কিছু টের পান নি!

বর্ত্তানিয়া

চোপ্‌রাও! হামি কিছু টের পায় নাই। রটা আমার

প্রতিনিটি হইয়া আছে টোউভি কুছু জানাইলে না! এখন হামি কি করবে! এডিকে সাগরপারের ইস্‌পারে হায়না, ভালুক, ঈগলডের সঙ্গে হামাদের লড়াই, ওডিকে পুটুলের দেশে হাঙ্গামা! কি করি ভুঁড়োমামা—কাহাকে পাঠাই ও ডেশে।

ভুঁড়োবাঘ

কাহাকেও পাঠাইতে হইবে না। ও সোব হামি ঠিক করিয়া ডিবে। হে!—মলি! ও মানুষরা কোন্ কিসিম্ আছে?

মলি

কিসিম্ কি বলবো হুজুর। সব বড় কিসিমের মানুষ—পণ্ডিত, আচার্য্য, মৌলানা, মৌলবী, মায় মহাত্মাও আছেন ওঁদের মধ্যে।

বর্ত্তানিয়া

(মন্ত্রীকে) টোবেটো বহুট্ চিন্‌টার কঠা হইল হে!

ভুঁড়োবাঘ

কিছু চিন্‌টা করিটে হইবে না—হামি জানে ঐ ডেশে হাজারো নেড়ী কুট্টাভি আছে—আউর বাঁডর, উল্লুভি বহুট আছে।

বর্ত্তানিয়া

উহারা হামাডের কোন কাম করিবে?

ভুঁড়োবাঘ

(রাজার কাছে গিয়া) উহারা বহুট কাম করিবে। লেড়ী

কুট্টা ভারী অড্ভুট্ জীব আছে। বিপডে পড়িলে পা-ও চাটে—সুযোগ পাইলে ঘাড়-ও কাটে। বাঁডর, উল্লূ—উহারা শুনিয়াছি বহুট ভালো নাচিটে পারে, নাচাইটেও পারে।

বর্ত্তানিয়া

উহাডের টুমি কৌন কাজে লাগাইবে ?

ভুঁড়োবাঘ

হামি রটাকে বলিবে—সে যেনো ঐ ডেশের লেড়ি কুট্টাসবকে কোটোয়াল করিয়া লয়—আওর বাঁডর, উল্লূককে উজীর, নাজির, বুঢ়্ঢিডাতা।

বর্ত্তানিয়া

হাঃ হাঃ মামা! টুমি ভুলিয়া যাইটেছে যে রটা নিজে শেয়াল আছে। সে কুকুরকে কোটোয়াল,—বাঁডর, উল্লূকে উজীর, নাজীর করিবে কেমুন করিয়া? বাঁডর, কুকুরটো শেয়ালের শট্রু আছে।

ভুঁড়োবাঘ

সে কঠা ঠিক—লেকিন ও বহুট্ টাজ্জব ডেশ আছে। ও ডেশের লেড়ীকুট্টা সব হাঁপ্না ডেশের শেয়াল কুট্টার সঙ্গে ঝগড়া করে, হাঁচড় কামড় করে। কিণ্টু রটা আর আউর সব বিডেশী জানোয়ারকো বহুট্ খাটির করে।

মলিমর্কট

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আপনি ঠিক বলেছেন। নেড়ীকুত্তারা

ঠিক অমনিটিই বটে আজ্ঞে! ওরা নিজের দেশের মানুষদের পর্য্যন্ত হামেশাই তেড়ে যায়, কামড়ে দেয়। কিন্তু বিদেশের হাজারোটা জানোয়ার লাখোটা উৎপাত করুক—ওরা কিছু বলবে না। আর ওদেশের উল্লুক বাঁদরগুলোও ভারী চালাক। ওরা ভাবখানা দেখায় এমনি—যেন ওরাও মানুষ ছিল, হঠাৎ বাঁদর হয়ে গিয়েছে। শুনেছি ওরা সব মানুষদের কাছ থেকে মানুষের অনেক বিদ্যেই শিখেছে—মানুষদের মতই পুতুলদের নাচাতেও শিখেছে।

ভুঁড়োবাঘ

হাঁ! হাঁ ও সব হামি জানে।

বর্ত্তানিয়া

টাহলেটো ঠিকই হইয়েছে! কুকুর, বাঁদর, আওর ঐ উল্লুকে ডলে টানিয়া লইলে মানুষের সাধ্য কি পুটুল্ডের মানুষ করিয়া টোলে—হামাদের ও ডেশ ঠেকে তাড়ায়?

মলিমর্কট

অতটা নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই হুজুর। গোলমাল বাধিয়েছে ও দেশের সবসেরা বীর—ডানপিটে মানুষটা—শোনা যাচ্ছে সে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়েছে পূবের কোন্ দেশে—সেখান থেকে মেলাই সেপাই সামন্ত নিয়ে—এগিয়ে আসছে তার নিজের দেশের দিকে—ভিন্‌দেশীদের সব

ওদেশ থেকে তাড়াবে বলে। বাঘের মত তার দাপট—ভয়ে তার সবাই কাঁপে।

(বর্ত্তানিয়া সিংহ চিন্তিত হয়ে পড়লেন)

ভুঁড়োবাঘ

(গর্জ্জন করিয়া) হুম, হালুম! চোপরাও! সব ঝুটা বাত! চলুন হুজুর প্রাসাডে চলুন।

(ভুঁড়োবাঘ ও পশুরাজের প্রস্থান)

মলি

ঝুটো কি সত্যি বুঝতে পারবে শিগিগরী!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পূব দেশের জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তরে পূব দেশের রাজা ও দেশ গৌরব)

রাজা

তুমি শুধু তোমার দেশের গৌরব নয় বীর! তুমি সমস্ত পূবের গৌরব—পশ্চিমের জানোয়ারদের শিক্ষা দিতে হলে—আমাদের পূবের মানুষদের সবাইকে এক হতে হবে, এ কথা তুমি ঠিকই বলেছ? তোমার দেশ জগতের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি—তোমাকে আমি বন্ধু করে নিলাম—তুমি

এগিয়ে চলো বীর বিক্রমে—আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার নিজের সৈন্য সামন্তরা ঠিক আছে তো ?

দেশগৌরব

তারা সংখ্যায় বেশী না হলেও—আদর্শে ও শক্তি সাহসে তারা এক একজন দশজন সৈনিকের শক্তি রাখে। নিজের দেশকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—তারা চায় মানুষের মুক্তি, পৃথিবীর শান্তি। এরজন্য তারা প্রাণ দেবে বলে রক্তের আখরে শপথ লিখে দিয়েছে।

রাজা

ধন্য ! ধন্য ! তুমি বীর। ধন্য তোমার সৈনিকের দল ? কিন্তু বন্ধু ! আমি শুনেছি তোমার দেশে নানা মত, নানা দল—তুমি সে দলাদলির অবসান ঘটালে কোন্ মন্ত্রবলে ? কোন্ শক্তিতে ?

দেশগৌরব

আমার দেশে নানা মত, নানা দল—একথা তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমাদের দেশে জাগেন জগতের মহামানব— 'দেশ-ত্রাতা'। তাঁর প্রেম তাঁর আদর্শের বলে সকল দলহীনবল। তাঁর নামে জাতি হয় চঞ্চল। তাঁরই নামে তাঁরই আশীষে হয়েছি আমরা মিলিত, পেয়েছি মহাবল। আমার এ মুক্তি বাহিনী প্রেমের শক্তিতে শক্তিমান।

রাজা

প্রেমের শক্তিতে তুমি আমাকেও জয় করেছ। চল বন্ধু—রণক্লান্ত তুমি—এখন তোমাকে রাজ-শিবিরে নিয়ে যাই! খানাপিনায় আদর আপ্যায়ন জানাই।

দেশগৌরব

বন্ধু! রণশ্রান্ত আমি নই—আমি ততদিন শ্রান্ত হবো না, ক্লান্ত হবো না যতদিন না আমার সোনার দেশ স্বাধীন হয়। (ভেরীর শব্দ ও কদম্ কদম্ বাজনার সুর) ঐ শোনো আমার সৈন্যেরা এগিয়ে চলেছে—খুসীর গান গাইতে গাইতে—জাতির জন্য তাদের জীবন, জাতির পায়ে লুটিয়ে দিতে। আমার আর এক মূহূর্ত্ত সময় নেই! তুমি যে আমকে সাহায্য করতে চেয়েছ—সাহায্য করছ এরজন্য অন্তরের ধন্যবাদ—আমি এখন যাই। (প্রস্থান)

———

তৃতীয় দৃশ্য—পুতুবুড়ীর কুঁড়ে

(জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার বেশে পুতুবুড়ী ঘরের দাওয়ায় বসে বসে কপাল চাপড়াচ্ছে)

পুতুবুড়ী

হা আমার অদেষ্ট, পোড়া কপাল! পুতুলের দেশে মানুষের মত মানুষরা এলো—পুতুলদের প্রাণ জাগানোর—

মান ফেরানোর জন্য কী চেষ্টাই না করছে! পুতুলদের লিখতে পড়তে কথা কইতে শেখাচ্ছে। তবু হতভাগা পুতুলদের মতি গতি ফিরলো না! মানুষ হওয়ার চেষ্টা ওরা কেউ করেও না; মানুষের মত, পরামর্শ কেউ কানেও তোলে না। মানুষ যারা এলো আমার বুকে—তারা, আমাকে বলে তুমি আমাদের সকলের 'দেশ-মা'। রতা আর তাঁর জাতভাই জানোয়ারদের হাতে তোমার অপমান সইবো না! আর ঐ পুতুলরা কথা কইতে শিখে তা কিন্তু বলে না। ওরা কথা কইতে শিখলেই অমনি সিংহ-শেয়ালী ভাষায় হেঁয়ালী স্নুরু করে; বাঘ-শেয়ালী কায়দায় খানা খায়—গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী, রোষ্ট, টোষ্ট। এদিকে মানুষের ঘরের কচি কাঁচারা মরে যায় দুর্ভিক্ষে মড়কে—আর তাদের মায়েরা পথে পথে ফেরে ফ্যান্ চেয়ে! এও দেখতে হোল! (কপাল চাপড়াইয়া) আর কেন? এবার আমার অস্তিত্ব লোপ পেলেই বাঁচি—

(যাদুকরের প্রবেশ)

যাদুকর

তোমার অস্তিত্ব লোপ পেলে—পৃথিবী কি কোরে বাঁচবে মা? পুতুলের দেশ, ফুলের দেশ, ফলের দেশ, পশুপাখীর দেশ—এমনি নানা দেশ নিয়েই তো গড়ে উঠেছে পৃথিবীটা। অমন কথা ব'লোনা মা, অত হতাশ হয়োনা, তোমার বুকে মানুষদের সাধনা চলছে, সে সাধনা সফল হবেই মা।

পুতু-বুড়ী

(হতাশায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)

আমার দুঃখ ঘোচানোর জন্য কত মানুষই তো এল, কত প্রাণই দিল। ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌লো—জেলে পচলো, রতার হাতে নির্য্যাতন সইলো। কিন্তু পুতুলরা মানুষ হ'ল ক'জন? খেতে পরতে না পেয়ে দেখছ না আজ আমার কি দশা?

যাদুকর

দেখছি মা সবই, কিন্তু এখনও মানুষ যারা আছে' এ দেশে, তারাই তোমার দুঃখ ঘোচাবে।

পুতুবুড়ী

মানুষ আবার দেখলে কোথায় তুমি? যুগ যুগ আগে তোমার কাছ থেকে যেসব মানুষদের পেয়েছিলাম বুকে কোলে, জানো কি, আজ তারা অনেকেই নেই আমার কাছে! আমার বুকের মাণিক দেশবন্ধু, দেশপ্রাণ, দেশপ্রিয়, দেশকবি সবাই চলে গেছে, এ পৃথিবী ছেড়ে। দেশত্রাতা, দেশনায়ক, সবাই ওরা রতার কারাগারে বন্দী। চলে গেল দেশগৌরব নিরুদ্দেশ হয়ে—অনেকদিন পরে খবর পেলুম ভিন দেশে শক্তি সঞ্চয় ক'রে—সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে গৌরব আমার ফিরে আসছে—রতা আর তার দলকে এদেশ ছাড়া করতে। কিন্তু আমার এমনি বরাত, যে মাণিক আমার আজও ফিরল না। কেউ ব'লে সে নেই—কেউ বলে আছে।

যাদুকর

ওসব ভেবে হতাশ হ'লে চলবেনা জননী! মানুষকে কালের নিয়মে চলতেই হবে। যারা এ জগতে নেই ব'লছ, তারা তো রয়েছে মা তোমার অনুপরমানুতে মিশে, তারা চিরদিনই থাকবে তোমার বুকে অমর হয়ে। রতা যাদের আটক ক'রেছে মানুষ হওয়ার অপরাধে—রতাই তাদের ছেড়ে দিতে পথ পাবেনা, এ তুমি দেখে নিয়ো।

পুতু-বুড়ী

(অধীর হয়ে) না! না! তোমার কথায় ভরসা ক'রে অমন মানুষদের এদেশে রেখে কষ্ট দিতে আর আমি চাইনা—এদেশে আজ নেই মানুষের যোগ্য খাবার—মানুষের যোগ্য পোষাক। মেলে যা, তা হ'ল জন্তু জানোয়ারদের খাবার—সং এর পোষাক। তাই বলি মানুষের যেখানে যোগ্য ঠাঁই, সেখানে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ওদের সুখশান্তি ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও যাদুকর।

যাদুকর

সুখ! শান্তি! মানুষের যোগ্য ঠাঁই? তোমার বুকেই ওরা খুঁজে পাবে!

(গান শোনা গেল—ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চ আলোয় আলো হয়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে)

যাদুকর

ঐ দেখো মা, পূবদিক আলো হয়ে উঠছে—ঘুচবে এবার সকল আঁধার জ্বলবে আলো। দেশলক্ষ্মী ধ'রেছে তোমারই

গৌরব গান—ঐ গান শুন্‌বে সারা জগৎ স্তম্ভিত হয়ে। আর দেরী নেই—দিন আগতঐ! (বেগে প্রস্থান)

পুতু-বুড়ী

(ব্যাকুল হয়ে)

যাদুকর! যাদুকর? যেয়োনা যেয়োনা দাঁড়াও!

(যাদুকরকে অনুসরণ করতে করতে বেরিয়ে গেল)

(গান গাইতে গাইতে দেশলক্ষ্মী ঢুকলো)

আমি সেই দেশেরই মেয়ে
যে দেশেতে মাঠে সোনা, সোনা আকাশ ছেয়ে।
ওরে যে দেশেতে ঝড় তুফানে পায়নাকো ভয় নেয়ে
ভয় দেখিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে
আঁচড় কামড় খাম্‌চি দিয়ে
তোরা যাদের দেখাস্ ভয়
তাদের কাছেই পশুবলের ঘটবে পরাজয়
এদেশ ভরা পুতুল যারা,
উঠ্‌বে এবার জেগেই তারা
মানুষের বল পেয়ে
বাঘ-ভালুকে লড়াই করি
তোরাই হলি তোদের অরি
মরণ তোদের আস্‌ছে এবার ধেয়ে।
মানুষ যারা বাঁচবে তারা, নির্ভয়ে যাই গেয়ে!

(দেশত্রাতা, দেশ নায়ক, দেশ সর্দ্দার, দেশাচার্য্য, দেশপতি
ও দেশবাণী প্রবেশ করলো)

সকলে

মা, মাগো ! আমরা এসেছি !

(অপর দিকে যেতে পুতুবুড়ী পাগলের মত প্রবেশ করলো)

পুতু-বুড়ী

কে ? কে ? কারা আমায় ডাকলে ? আর আমায় ডাকিস্ না মা বলে কেউ ! আর আমি কারুর মা হ'বো না ! দূরে যা, সরে যা, পালিয়ে যা। আমার ঘরে আজ কিছু নেই, দুধ নেই, ঘি নেই—পেটের খাবার ডাল, চাল, ফল, মূল কিছু নেই। অনাহারে অভাবে কাটছে দিন। নেই কাপড়, চাদর, বিছানা মাদুর সব গিয়েছে—ওরে আমি সব হারিয়েছি। হারিয়েছি বাহুর বল—চোখের দৃষ্টি !

(দেশত্রাতা এগিয়ে এল)

দেশত্রাতা

সব হারালেও—অভাব দুর্দ্দশায় লাঞ্ছিত হ'লেও আছে তো মা তোমার প্রাণ। তোমার সেই প্রাণের শক্তিকেই আমরা ছড়িয়ে দেবো সকলের প্রাণে—তাহলে আবার তুমি শক্তিময়ী হবে—সব ফিরে পাবে। ফিরে পাবে বাহুর বল, চোখের দৃষ্টি।

পুতু-বুড়ী

(খুশী হয়ে) কে? কেরে তুই ? আমায় একথা শোনালি ? আয়, আমার বুকে আয় !

(দেশত্রাতা পুতুবুড়ীর কাছে গিয়ে প্রণাম করলে)

পুতু-বুড়ী

তোমার নাম কি বাবা ?

দেশত্রাতা

তুমি আমার নাম দিয়েছে দেশত্রাতা। কিন্তু ও নামে সবাই যখন ডাকে, তখন আমার ভারী লজ্জা করে!

পুতু-বুড়ী

মায়ের দেওয়া নাম নিতে লজ্জা করা উচিত নয়। মায়ের দেওয়া নামকে সার্থক করে তোলাই তো ছেলের মত ছেলের কাজ। এখন বলো কিসে দেশের ত্রাণ হবে!

দেশত্রাতা

এ দেশের পরিত্রাণের উপায় আছে ভালবাসায়, অহিংসা ও সেবায়। পুতুলদের মধ্যে রয়েছে যা কাপড়ের পুতুল, কাঠের পুতুল, মাটির পুতুলদের দলাদলি, জাতধর্ম্মের ভেদাভেদ ওগুলো ঘোচাতেই হ'বে ওদের মন থেকে।

দেশনায়ক

আর ঘোচাতে হবে মা—ওদের ভেতর থেকে—গরীব বড়লোক ভেদাভেদ। কেউবা ওরা বেজায় বড়লোক—কেউবা খুবই গরীব। এই গলদে ওরা একে অন্যকে হিংসা করে—একসঙ্গে মিশতে পারে না। রতা এই সুযোগ নিয়ে ওদের বিপথে কুপথে টেনে নিয়ে যায়।

পুতুবুড়ী

কে? কার এত বুদ্ধি? এসোতো আমার কাছে এগিয়ে—

(দেশনায়ক এগিয়ে এসে পুতুবুড়ীকে প্রণাম করলো)

পুতুবুড়ী

চোখে তো দেখিনা বাছা, তবে গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। তুমিই কি আমার দেশনায়ক।

দেশপতি

হ্যাঁ মা, ও শুধু তোমার দেশনায়ক নয়, ওকেই আমরা এখন আমাদের সকলের নায়ক হয়ে সবাইকে চালানোর—সকলের শক্তি বাড়াবার ভার দিয়েছি—কারণ, ওর যেমন বুদ্ধি, তেমনি সাহস—ওকে ধূর্ত্ত রত্না ভয়ও করে খাতিরও করে।

পুতুবুড়ী

তাই নাকি! তা দেশপতি যখন একথা বলছে, তখন আশার কথা বৈকি!

দেশপতি

(ছুটে গিয়ে সালাম করে)

মা! তুমি আমাকে চিন্তে পেরেছ!

পুতুবুড়ী

তোমাকে চিনবো না! তুমি যে পুতুলের দেশের সবচেয়ে

সাহসী মানুষ—ধর্ম্ম, জাতি সবার উপরে দিয়েছ তুমি আমাকে ঠাঁই।

দেশপতি

ধর্ম্ম, জাতি সবার চেয়ে তুমি যে মা সত্যিই বড়। সেই কথা নিজেই জেনেছি, সবাইকে জানাতে চাই—বোঝাতে চাই! তা বুঝতে হলে—পুতুলদের জানাতে হবে তাদের পূর্ব্বপুরুষদের, বীর, জ্ঞানী সব মানুষদের জীবনী—জানাতে হবে তাদের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস সব কিছু। পুতুলদের মানুষ করতে হ'লে—সব আগে ঘোচাতে হ'বে ঐ সব শেয়াল বাঁদরের শেখানো বাঁদরামী শিক্ষার ব্যবস্থাগুলো।

পুবুতুড়ী

সে ভার তুমিই নাও বাবা!

দেশাচার্য্য

ওকেই তো দিয়েছি মা, আমরা সেই ভার।

পুতুবুড়ী

কে? কে কথা বললে? দেশাচার্য্য নারে তুই?

দেশাচার্য্য

(প্রণাম করে) হ্যাঁ—মা, আমি।

পুতুবুড়ী

তুমি নিয়েছ কিসের ভার শুনি?

দেশাচার্য্য

আমাকে দিয়েছে ওরা সবাইকে মিলিত করার দায়িত্ব—সবাইকে তাই ডাক দিয়ে বেড়াই—সবাইকে বলি মানুষের দলে যোগ দাও—পুতুলের ভেদাভেদ ভুলে।

পুতুবুড়ী

বা; বেশ! তোরা দেখছি তাহলে সবাই এবার বেশ নতুন শক্তি নিয়ে ফিরেছিস্? অথচ একে একে সাড়া দিচ্ছিস্। ভারী দুষ্টু তো তোরা।

দেশ-সর্দ্দার

দুষ্টু না হ'লে আর চলে না মা, রতা যেমন দুষ্টু আমাদের তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চল্‌তে হ'বে তো? বুদ্ধির জোর, ভালবাসার জোর-ছাড়া সে কাজে গায়ের জোর এবং গলার জোরও চাই মা!

পুতুবুড়ী

এমন কথা আর কার হবে! নিশ্চয়ই তুই দেশ সর্দ্দার?

দেশ-সর্দ্দার

(ছুটে গিয়ে প্রণাম করে)

হ্যাঁ মা, আমিই তোমার দুষ্টু ছেলে দেশসর্দ্দার।

পুতুবুড়ী

হ্যাঁরে! রতা যে তোদের ছেড়ে দিলে বড়?

দেশবাণী

ছেড়ে না দিয়ে কি পারে মা? সাগরপারের জন্তু

জানোয়ারদের ! দেশে ওরা নিজেরাই যে হিংসার আগুন লাগিয়ে মরতে বসেছে—এখন ঘর সামলাবে, না আমাদের আগলাবে তাই বল ?

পুতুবুড়ী

দেশবাণী ! আয় মা আমার বুকে আয়—তুই যে আমার মেয়ের মত মেয়ে।

দেশবাণী

(প্রণাম করে)

মেয়ের মত মেয়ে তোমার, আজ আর শুধু আমি একা নই ! আরও অনেক দেখা দিয়েছে—একজন তো আমাদের সঙ্গেই এসেছে।

পুতুবুড়ী

(ব্যাকুল হয়ে) কৈ ! কৈ ! কৈ সে !

দেশলক্ষ্মী

(প্রণাম করে) এই যে মা আমি !

পুতুবড়ী

তোমার নাম কি মা ?

দেশলক্ষ্মী

আমার নাম লক্ষ্মী !

পুতুবুড়ী

তুমিই বুঝি ভয়-হারানোদের বিশ্বজয়ী গান গাইছিলে ?
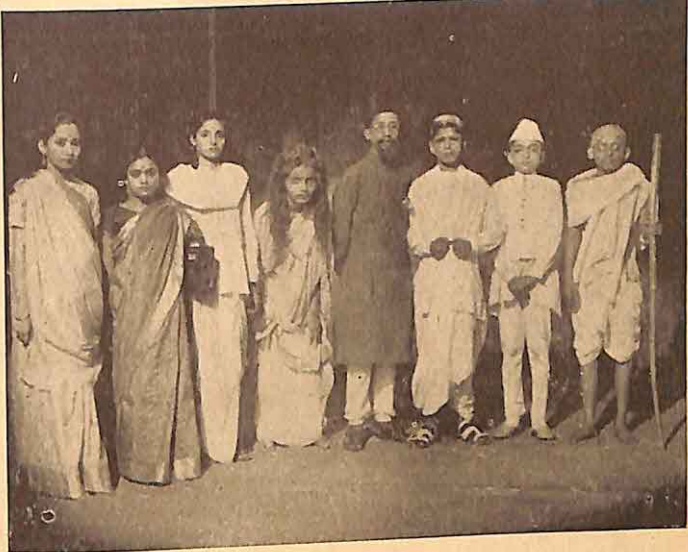
দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

ডানদিক থেকে যথাক্রমে দেশত্রাতা, দেশনায়ক, দেশসর্দ্দার,
দেশপতি, পুতুবুড়ী, দেশাচার্য্য, দেশবাণী, দেশলক্ষ্মী

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

কাঠের পুতুল, যাদুকর, কাপড়ের পুতুল

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য
বর্ত্তানিয়া সিংহ, ভূঁড়ো বাঘ, মলিমর্কট

তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য
পুতুবুড়ী (নতুন রূপে) ও দেশলক্ষ্মী, দেশপতি, দেশবাণী, দেশমাতা, দেশসর্দ্দার, দেশাচার্য্য, দেশনায়ক ।

দেশলক্ষ্মী

হ্যাঁ মা ! আমিই গাইছিলাম। তোমারই গৌরবগান গেয়ে বেড়াতে চাই আমি দেশে বিদেশে। তোমার গৌরব কথা ছড়িয়ে দিতেই হ'বে সারা বিশ্বে—নইলে সবাই জানবে কি করে আমাদের সত্যিকারের পরিচয়! ওদের জানাতে হ'বে পুতুলদেশের পুতুবুড়ীই হ'লো পৃথিবীর সকল শিক্ষা, সকল সভ্যতার আদি জননী। আমরা তাঁরই সন্তান, পুতুলরা আসলে সবাই মানুষ ছিল, তাই আবার আমরা মানুষের অধিকার ফিরে পেতে চাই।

পুতুবুড়ী

তোমাদের সে সাধনা সফল হোক্ মা।

দেশনায়ক

মা গো! এই আশীষটুকুই হোক্ আমাদের বল—পথের সম্বল। এখন আর একটুও অপেক্ষা করলে চলবে না। এবার নতুন সুযোগ এসেছে—এখন দেশের দিকে দিকে পড়ে রয়েছে আমাদের কাজ—সবাইকে ডাক দিতে হবে, সবাইকে মিলিত করতে হবে।

দেশত্রাতা

রতাকে জানাতে হবে মা শেষ কথা—'এ দেশ ছাড়ো'

দেশ-সর্দ্দার

চলো সবাই এগিয়ে চল।

দেশবাণী

ধরো বোন গান ধরো।

(দেশত্রাতা ও পুতুবুড়ী দাঁড়িয়ে রইল—অন্য সকলে গান গেয়ে গেয়ে তাদের চারপাশে ঘুরতে লাগলো)

(গান)*

আয়, আয় আয়রে তোরা
সাহস আছে যার
বুকের বলে দল্‌বি পায়ে
অপমানের ভার।
কে আছেরে এমন ছেলে?
দেখবে চেয়ে নয়ন মেলে—
কিসের দহন পুড়িয়ে দিলে
জগৎ পারাবার।
আদ্যিকালের স্বপ্ন কে আজ ভুলবি রে?
ভুবন ভরা প্রাণ জাগিয়ে তুলবি রে?
কাঁদন রে কে করবে বাঁধন?
সেই সাধনে মিলবে রতন
মনের আগুন জ্বালবে আলো
ঘুচবে অন্ধকার।

(গান গাইতে গাইতে চলে গেল)

---

* এই গানটির রচনা করেছেন—সুগায়ক সমরেশ রায় চৌধুরী।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বর্ত্তানিয়া সিংহের প্রাসাদ কক্ষ—বর্ত্তানিয়া ও মন্ত্রী ভূঁড়োবাঘ)

বর্ত্তানিয়া

পুটুলের ডেশের মানুষরা যখন এটোটা শক্তিশালী হইয়ে উঠিয়াছে—টখন উহাডের হাতে উহাডের ডেশ ফিরায়ে ডিয়া—রটার চলিয়া আসাই বালো। উহাডের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়া বনূটুত্ব রাখাই বালো।

ভূঁড়ো বাঘ

হাঁপ্নি কি বলিটেছে হুজুর! উহারা একবার সাটীন হইলে আমাডের পরোয়া করিবে না। আউর এ কঠা ভি ভাবিটে হইবে—ঐ দেশের যো সব বাঁডর, কুকুর, উল্লুরা হামাডের এটোডিন ঢরিয়া সহায়টা করিল—উহারা টো বিপডে পড়িবে।

বর্ত্তানিয়া

উহাডের বিপড, উহারাই ডাকিয়া আনিল—আপনা ডেশের শট্রুর আচরণ করিল—টো হামি কি করিবে? হামাডের বিপডের কঠাটো আগে ভাবিটে হইবে। উহারা হামাডের ও ডেশ ছাড়িবার নোটিশ দিয়াছে—এখন না ছাড়িলে—পিছে গোলমাল বাঢাইটে পারে।

ভুঁড়োবাঘ

হুজুর! গোলমাল হামরা ভি বাঢাইটে পারে। হামি উল্লু বাঁডরকে ফরামর্শ ডিয়াছে—কাপড়া-পুটুল, আউর কাঠের পুটুলডের ভিটর ঝগড়া ডাঙ্গা বাঢায়ে ডিবার জন্য। উহারা পুটুলডের বুঝাইবে—রটা আর জন্টুজানোয়াররা এডেশ ছাড়িলে পুটুলডের দুঃখ বাড়িবে—মানুষরা উহাডের উপর অট্যাচার করিবে।

বর্ত্তানিয়া

ভূঁড়োমামা—টোমার এ চালাকী আউর খাটিবে না। পুটুলরা বহুট্ বোকা না আছে, আউর বহুট্ নরম ভি না আছে।

ভুঁড়োবাঘ

কাঠের পুটুলরা শক্টো আছে—লেকিন কাপড়ের পুটুলরা বহুট্ নরম আছে। হাজারো কাপড়ের পুটুল হামাডের কঠা মটো নাচিটেছে—কাঠের পুটুলডের সঙ্গে গোলমাল ঝগড়া ডাঙ্গা বাঢাইয়াছে।

বর্ত্তানিয়া

ডাঙ্গা বাঢাইলে কি হইবে? মানুষরা টাহাডের ডেশে সকল শাসন ক্ষমটা রটার হাট হইটে কাড়িয়া লইটেছে—সে সে খবর কি টুমি জানে না?

ভুঁড়োবাঘ

জানে! জানে বহুট্ জানে! তৌওভি শেষ চেষ্টা করিটে হইবে।

বর্ত্তানিয়া

(উঠিয়া পড়িয়া) বহুট্ আচ্ছা! শেষ চেষ্টা টুমি করো। হামি জানে—হামাডের ডিন ফুরাইল।

(প্রস্থান)

ভুঁড়োবাঘ

(অনুসরণ করিয়া)

হুজুর! হুজুর!

দ্বিতীয় দৃশ্য—দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রাম

[চারিধার আগুনে লালে লাল—দাঙ্গা বিধ্বস্ত পুতুলের দেশে সব পুতুলরা নিহত ও আহত হয়ে পড়ে রয়েছে—বাইরে চীৎকার শোনা যাচ্ছে—একদিকে—রা-রা-রা-রা, অপরদিকে—লা-লা-লা-লা। ছায়ামুর্ত্তির মত দেশত্রাতা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেবা করছেন।)

(পুতু বুড়ীর প্রবেশ)

পুতু-বুড়ী

ওরে তোরা থামা! থামারে তোদের সর্ব্বনাশা আগুন নিয়ে খেলা! ও আগুনে সবাই তোরা পুড়বি! ও আগুনে কাঠও পুড়বে কাপড়ও পুড়বে—পুড়বো আমি, দেশ হবে শ্মশান? কে কোথায় আছো মানুষরা! শীগ্‌গীর ছুটে এসো জ্বলে গেল, পুড়ে গেল—সোনার দেশ শ্মশান হল!

দেশত্রাতা

ভয় নেই মা, ভয় নেই ?

পুতু-বুড়ী

কে কে তুমি বলছ ভয় নেই ?

দেশত্রাতা

আমি।

পুতু-বুড়ী

দেশত্রাতা! তুমি এই ভয়ঙ্কর শ্মশানে এসেছ ? মৃত্যুকে ভয় করনা ?

দেশত্রাতা

মৃত্যুকে ভয় করবে তারা—যারা অপরের মরবার রাস্তা দেখিয়ে দেয় ? যারা আগুন লাগায় ? আমাদের ভয় নেই ? আমরা প্রেম অহিংসা সেবার ধারাতে এ আগুন নেভাবো মা, আনবো দেশে শান্তি ! সত্যকে বুকে নিয়ে বল্ছি মা আমি ওদের শেষকথা—হিংসা হানাহানিতে কাপড়ের পুতুল কাঠের পুতুল কারুরই কোনও লাভ হবে না।

পুতুবুড়ী

ওরা কৈ বুঝ্ছে সে কথা ?

দেশত্রাতা

বুঝ্ছে মা, বুঝছে বৈকি! ফিরছে ওদের মতিগতি। বুঝছে না শুধু তারা, যারা ওদের ক্ষেপিয়ে এ দেশের সুখ-

সম্ভোগের গদিতে গদীয়ান হয়ে থাকতে চায়, যারা জন্তু জানোয়ারদের রাজগী এখানে কায়েম রাখতে চায়।

পুতুবুড়ী

উল্লুক-বাঁদর, কুকুর ওরাও যে জন্তু—ওরা তাই রতার দলেই সায় দেয়। ওদের নিয়েই ভাবনা!

দেশত্রাতা

ভাবনার আর কিছু নেই মা! ঐ দেখো—আগুন নিভে আসছে—উত্তেজনা কমে যাচ্ছে! কাপড়ের পুতুল, কাঠের পুতুল গলা ধরাধরি করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। চলো আমরা আড়ালে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

(কাঠের পুতুল ও কাপড়ের পুতুলের গলা ধরাধরি করিয়া প্রবেশ—দুজনের মাথায় হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া দাঁড়াইল—ঘাম মুছিয়া, হাঁফ ছাড়িয়া)

কাঠের পুতুল

ভাই! ভুল ভাঙ্গলো!

কাপড়ের পুতুল

দাদা! খোয়াব টুট্‌লো!

কাঠের পুতুল

লাভ হলোনা কিছুই, প্রাণ এখন যায় যায়!

কাপড়ের পুতুল

বিল্‌কুল্ নুক্‌সান্—খতম্ জখম্ হাজার জান্।

কাঠের পুতুল

এই ফেললাম লাঠি—করবো না লাঠালাঠি।

কাপড়ের পুতুল

এই ফিক্‌লাম ছোরাছুরি—আর নয়কো মারামারি।

কাঠের পুতুল

পুতুল আমরা সবাই এক—সবাই পড়ি একই দলে।

কাপড়ের পুতুল

ঠিক্ দাদা ঠিক! কাঠ কাপড়ে নেই ফারাক! কাঠও পোড়ে, কাপড়ও জ্বলে।

কাঠের পুতুল

ক্ষিদেয় পেট জ্বলে—এখন কি খাই! খাবার দাবার কিছুই নাই।

কাপড়ের পুতুল

ঘুম পায়—কোথায় ঠাঁই! ঘর দুয়ার পুড়ে ছাই!

(যাদুকরের প্রবেশ)

যাদুকর

পুতুবুড়ীর ঘরে আছে তোদের ঠাঁই—তার দিকে চোখ ফেরা—সেথায় ফিরে যা তোরা। ও ঘর তোদের সবার ঘর। এই কথাটাই শুনে রাখ—আর জেনে রাখ, ও ঘর যারা ভাঙ্গতে চায়—তারাই তোদের মন ভাঙ্গায়—খুন্ চড়ায়। তারাই তোদের দুষমন্। তারা রতার দুষ্টচর—তাই বলে ঘর ভাগ কর। বলে—দাঙ্গা লড়াই কর!

কাঠের পুতুল

ঠিক বলেছ দেবতা! মানুষরা আমাদের ঐ কথাই বলে!

কাপড়ের পুতুল

মানুষের কথায় দিইনি কান! বাঁদর কুকুরকে দিলাম রাজার মান—তাই এখন খোয়ালাম ইজ্জত জান। মানুষরা আমাদের আর দেবে না আমল।

যাত্নকর

নিশ্চয়ই তারা দেবে কোল। তারা যে মানুষ, তারা যে তোমাদের সকলকে মানুষ করার নিয়েছে ব্রত।

কাঠের পুতুল

মানুষ কি আর আমরা হোতে পারবো?

কাপড়ের পুতুল

হায়! হায়! কি আফ্‌শোষ!

আফ্‌শোষ—হা হুতোশ হ'বে না করতে—হ'বে না তোমাদের আর আপোষে লড়ে মরতে, যদি তোমরা এক কাজ কর।

কাঠের পুতুল

কি বল! করতে আমরা রাজি!

কাপড়ের পুতুল

বাতলাও—করবো হাসিল।

যাত্নকর

যে শক্তিতে আজ পুতুল হোয়েও আপোষে লড়াই করতে

পারছ—জান সে শক্তি, সে চেতনা—যুগিয়েছে কারা? কি জন্যে?

কাঠের পুতুল

জানি না তো!

কাপড়ের পুতুল

মালুম আর হলো কই!

যাদুকর

জেনে রাখো—পুতুলরা যে জেগেছে—সে শক্তি যুগিয়েছে পুতুবুড়ীর মানুষের মত মানুষ ছেলেরা—আর তাদের উদ্দেশ্য, এদেশকে জন্তু জানোয়ারের কবল থেকে মুক্ত ক'রে আবার মানুষের দেশ করে তোলা। অতএব তোমাদের ভেতরে যে শক্তি, যে চেতনা জেগেছে—দলাদলি ভুলে তাকে কাজে লাগাও সবাই একসঙ্গে। রতা আর তার দলবলকে এ দেশ ছাড়া করতে।

কাপড়ের পুতুল
ও
কাঠের পুতুল

(একসঙ্গে) রতা আর তার দলবল কি যাবে?—এ দেশ ছেড়ে?

যাদুকর

নিশ্চয়ই যাবে—না গিয়ে আর তাদের উপায় নেই। ওরা চলে যেতে রাজিও হয়েছে।

কাঠের পুতুল
ও
কাপড়ের পুতুল

বটে ! বটে ! তাই নাকি ! (একসঙ্গে)—কেয়া মজা–তাহ'লে আমরাও এগোই—রতাকে বিদায় বাণী জানিয়ে দিই।

যাতুকর

নিশ্চয়ই ! আর দেরী করলে চলবে না, চলো তোমাদের এগিয়ে দিই।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(পরামর্শ সভা)

বর্ত্তানিয়া সিংহ—ভুঁড়োবাঘ—মলিমর্কট

(মলি পোঁটলা পুঁটলি বাঁধা শেষ করে বেডিং বাঁধছে)

বর্ত্তানিয়া

হে মলি, জল্‌ডি করো—সব বাণ্ডো ! হামাডের আর এ ডেশে ঠাকা চলিবে না ! যাহাডের ডেশ টাহাডের বুঝাইয়া ডিয়া হামাডের চলিয়া যাইতে হইবে।

ভুঁড়োবাঘ

না যাইলেই বালো হইটো !

বর্ত্তানিয়া

বালো হইটো! বালো হইটো! টোমার ঐ এক কঠা। লেকিন উহারা আমাডের বালো আউর করিবে না। টোমার চালাকি সব উহারা ঢরিয়াছে—এখন হামি এডেশে আসিয়া বুঝিলাম, এ ডেশে হামাডের রাজ্য আউর চলিবে না। মার খাইটে না চাও টো, পোঁটলা পুঁটলি বাঁঢিয়া লও।

ভুঁড়োবাঘ

না! না! মার খাইবে না, মার খাইলে পেট ভরিবে না। লেকিন্ রটা কোঠায়?

(বাহিরে গোলমালের শব্দ)

বর্ত্তানিয়া

(সভয়ে) হেই! উহারা আসিতেছে, পালাও, পালাও।

(পুতুলেরা রতাকে নিয়ে ঢুক্‌লো)

কাঠের পুতুল

রতা বাহাদুর! একটু পা চালিয়ে চল; খাম্‌কা দেরী করছ কেন?

কাপড়ের পুতুল

যেতে কি মন চাইছেরে ভাই—এমন রাজ্য দুনিয়ায় নাই।

কাঠের পুতুল

(এ্যাঁ) আমাদের দেশে বাধিয়ে দাঙ্গা—হোলনা দাদা মন চাঙ্গা? (ওরে) শোনারে ওকে আমাদের গান, যাবার আগে খোশ্‌মেজাজেই যান্।

(পুতুলরা সবাই রতাকে ঘিরে গান ধরলো)

রতা যাবে সাগর পারে নিজের দেশে ফিরে (২)
বিদায়-বাণী জানাও তারে ঘোল ঢালি তার শিরে (২)
আর আমাদের আপোষেতে লড়াই সাজে কি রে? (২)
(এখন) আয় ছুটে সব, কর কলরব, প্রাণটাকে দে নাড়া
পুতুলের ঐ জড়তা ভাঙ্ জাগিয়ে প্রাণে সাড়া (২)
মা বলে ডাক্ দেশকে সবাই মানুষ হলেম
আমরা ত ভাই, মুক্তি আশীষ শিরে (২)
চল্‌লো রতা মনের দুঃখে নিজের দেশে ফিরে ॥ (২)
শক্ত হয়ে শক্তি দিয়ে দেশকে রাখো ঘিরে
এখন দেশকে রাখো ঘিরে
বাঁদর কুকুর শ্যালশকুনেও সরতে বলো দূরে (২)
কেউবা ওরা চেঁচায় যদি বিশ্রী বেসুর সুরে (২)
তাদের ধরে রাখতে হ'বেই লোহার খাঁচায় পুরে (২)

চতুর্থ দৃশ্য

(পট-পরিবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-ত্রাতা, দেশ-নায়ক, দেশ-পতি, দেশ-সর্দ্দার, দেশাচার্য্য, দেশ-লক্ষ্মী, দেশ-বাণী সকলে একসঙ্গে বেদীর উপরে দণ্ডায়মানা পুতুবুড়ীকে বলবে)

জয়! আমাদের দেশের জয়! জয় আমাদের মায়ের জয়! জয় আমাদের জাতির জয়!

পুতুবুড়ী

থামাও! থামাও তোমাদের জয়ধ্বনি! রতা গেল বটে—কিন্তু যাবার আগে সে যে আঘাত হেনে গেল আমার অঙ্গে—তার ব্যাথায় যে আমি এখনও কাতর। অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আমি আবার নূতনরূপে দেখা দিই।

(পুতু-বুড়ীর অন্তর্দ্ধান)

মা! মাগো! নূতনরূপে দেখা দাও—আমাদের সবার প্রণতি নাও।

(প্রণাম)

(নূতন বেশে পুতু-বুড়ীর আবির্ভাব)

[নূতন মানুষদের গান]*

ছিঁড়িল বন্ধন টুটিল শৃঙ্খল
নূতন এ প্রভাতে কে তোরা যাবি চল্; (২)
পতাকা তিনরঙা সবলে হাতে ধর
ফেলে দে মন হ'তে সকল ভয়-ডর (২)
মুক্তি-অভিযান মায়ের জয় গান
কণ্ঠে গেয়ে যাই সকলে অচপল (২)

* এই গানটি সুসাহিত্যিক ও সঙ্গীত রচয়িতা শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয়ের রচনা—তিনি 'পুতুলের দেশ' নাটকের শেষ গান হিসাবে এটিকে ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে—আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।—লেখক

নূতন এ প্রভাতে কে তোরা যাবি চল
ছিঁড়িল বন্ধন……যাবি চল ॥
এখনো বহু বাধা হইতে হ'বে পার
আত্ম-কলহের বিষম পারাবার (২)
গড়িব সবে মিলি নূতন মত পথ
পুরাণো ভিত্তিতে নূতন ইমারৎ (২)
এখনও বহু প্রাণ চাই যে বলিদান
রাখিতে মার মান স্বাগত বীরদল (২)
[স্বাগত বীরদল, স্বাগত বীরদল]

—যবনিকা—

'পুতুলের দেশ' নাটকের গানের স্বরলিপি

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতিলাল রায়

দ্রষ্টব্য : { } এই বন্ধনীর মধ্যে যে কথাগুলি আছে তাহা দুইবার গাহিতে হইবে।

॥ এই চিহ্ন পর্য্যন্ত গাহিয়া অস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

যাদুকরের গান—"কাঁদিস্ কেন, কাঁদিস্ কেন……"

{র্সা র্সনা র্সা ণা ধা ণধপমা | মপা মপধা ধপা মা গা মগরসা | া া সা রা মা পা |
কাঁ দি 0 স্ কে ন 0000 কা 0 দি 00 0 স কে ন 0000 0 0 কেঁ দে কি আর

ধর্সা ধর্সা র্সা া া া | } রা রপা মা পধা পধা ধা | মপা ধর্সা ধর্সা র্সা ধা পমা | মপা
হ 0 বে 0 0 0 0 0 এ রা0 0 আ 0 বা 0 র মা 0 00 হু 0 য্ হ বে 0 ক0

মরা রা া া া | ধা ধা ধর্রা র্র্সা র্সর্রা র্রা ধা ধর্সা ণা ধা পা া | গা মা পধণা ধা
রে0 0 0 0 0 সে ই ক 0 থা 0 কে 0 উ ব 0ল্ তে না রে 0 বি 0 শ্ব00 বি

পা া | গপা মগা মা া া া ॥ ধা ধা ধণা ধপা পা পমা | মপা মপা ধা পা মা া |
পু ল্ ভ 0 বে 0 0 0 0 0 এ দে 0 র্ মা 0 হু 0 য্ গ 0 ড়া0 র্ ত রে 0

[২]

গা রা গা রা সা সা | সরা গমা গমা । । । | রা রপা মা পা ধা । | মা পা ধা র্সণা
ক ত0 র ক ম বে0 00 শে0000 এ দে0 র দে শে ই জ ন্ মে ছি 0

ধা । | ধা ধা না র্সা র্রা র্গর্রা | র্সন র্সা । । । । | { মা মা পা ধা ধর্সা র্সা | র্সা
লা ম যু গে 0 যু গে 00 এ0 সে0000 বি লি য়ে গে ছি00 ধ

র্সা র্সনা র্রা র্সা র্সনা | ধা ধা না র্সা নর্সর্রা র্রা | ধা ধণা পধা পমা মা । | } সা সা
র্ ম0 ক থা 00 সা হি 0 ত্য আ00 র্ কা 00 ব্য0 ছ0 বি 0 প রে

রা মা পা । | ধা ণা র্জ্ঞা র্রা র্সা । | নর্সা ধা র্সণা ণধা ধণা ধপমা | গা মা পধপ মগা মা । ॥
র্ হা তে র পু তু ল্ ও রা 0 ও0 দে 0র্ কা0 ছে0 000 ব্য 0 থ00 স0 বি 0

——*——

পুতুবুড়ীর গান—"আবার তোরা মানুষ হয়ে…"।

{ পা দা র্সা না র্সর্রা নর্সা | ণা ণধা ণা দা পা ‍। | জ্ঞা রা জ্ঞা দা পা পমা | জ্ঞা রা জ্ঞা ঋা
আ বা র তো রা0 0 0 মা নু 0 ষ হ য়ে 0 জী ব ন্ না চে 0 র্ ছ ন্ দ ল

সা । | পা পা দা পদা মা । | পা পর্জ্ঞা র্রা র্সা ‍। । | পা পণা দা পদা মপা । | সা রা মা পা
য়ে 0 নৃ 0 ত্যে ধ0 রা 0 জা গি 0 য়ে তো 0 ল্ জা গি0 য়ে তো0 00 ল্ দে দো ল্ দো

দা । |} { মা মণা দা ণা র্সা । | ণর্সা ণদা দা ণা র্সা । | র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা । । | র্সা র্সর্ঋা
0 ল্ তো দে0 র্ না চে 0 উ 0 ঠু 0 ক্ ফু টি 0 দু 0 ক্ থ সু খে র্ ক ম 0

র্জ্ঞা র্ঋা র্সা । | } ণর্সা ণা । দা পা । | জ্ঞা পা । পণা দা । | জ্ঞা দা ঋা মা জ্ঞা মা | সা
ল্ দু টি 0 আ 0 ন ন্ দে রি 0 ক ল 0 রো0 0 ল্ জা গি য়ে তো 0 ল্ দে

ঋা জ্ঞা সা । । ‖ { সা সা রা মা মা । | পা পা দা পদা মা দা | পা পা না র্সা র্রা র্রর্জ্ঞা |
দো ল্ দো 0 ল্ প রে র্ হা তে র্ পু তু ল্ হ 0 য়ে 0 থা ক্ বি কি স 0 ব্

র্সা র্জ্ঞা র্রা র্সা না । |} র্সা না র্সনা দা পা দপা | মা গা মা পা । পদা | র্সা নদা র্সন দা
অ ন্ ধ র য়ে 0 তো দে 0 র্ জ্ঞা নে 0র্ চ 0 ক্ষু খো 0 0ল্ তো দে0 0 র্ জ্ঞা

পা দপা | মা গা মা পা ৷ ৷ | পা ৷ দা পদা মা ৷ | পা পর্জ্ঞা র্রা স র্রা নর্সা ৷ | পা পণা
নে 0 র্ চ 0 ক্ষু খো 0 ল্ নৃ 0 ত্যে ধ0 রা 0 জা গি 0 যে তো 0 00 ল্ জা গি0

দা পদা মপা ৷ | সা রা মা পা দা ৷॥
যে তো0 00 ল্ দে দো ল্ দো 0 ল্

———

নতুন মানুষের গান—"কাঁদিস্ না মা, কাঁদিস্ না মা…"*

{ সরা রণা ণা ধণা ধপা ৷ | মা গরা গা মপা পক্ষা পা | ৷ ৷ মধা পা মা গমা | গা রা মা
{ কাঁ0 দি 0 স্ না0 মা0 0 কাঁ দি0 স্ না0 মা 0 0 0 0 মো0 ছ চো খের জ ল্ চে

গরা সনা সা | রা মা মা গা মা মা | মপা পর্রা র্রা র্সা সর্রা র্গা | র্গর্রা র্সা র্সা ৷ ৷ ৷ | }
য়ে0 দে0 থ্ আ মৃ রা হা জি র ন0 তু0 ন্ মা 0 নু 0 ষ্ দ 0 0 0 0 0 ল্ }

{ ৷ ৷ মা গা রা গা | মা পা ৷ ক্ষা পা ৷ | পা না না না না র্সা | ধনা পধা নর্স না র্সা ৷ | }
0 0 থে কে তো র স্নে হে বৃ ছা য়া য় ভু ল্ লো যা রা 0 প 0 রে0 0র্ মা য়া য়

{ র্সা র্সনা র্রা র্রা র্রা র্রা | র্সা র্সধর্সা ণা ধণা ধপা ৷ | রা রণা ণা ধা পা ধা | মগা রগা
আ বা 0 র্ তা দে র ঘ রে 0 0 0 ডে0 কে0 0 লা 0ভ কি মা গো 0 ব 0 0 0

রা ৷ ৷ ৷ } ॥ { সসা গগা গগা গগা গগা গগা | সসা মমা মমা মগা পা ৷ | মগা মধা ধ ধর্সা
0 0 0 ল্ আম্ রান তুন্ যুগে র্মা নুষ গড়্ বোন তু ন্ দে0 0 শ্ তোমা য়মা গো পরি

ণধ প | মপা পণা ননা র্সা ৷ ৷ | } { ৷ মপা ননা ননা নর্সা ননা | ৷ পন না
য়েদে বো আ বা র্ রা নীর বে 0 শ্ 0 যাদু কর দেবে 0মো দের 0 হাতু ড়ি

র্সর্সা র্রর্সা র্রা | র্রর্রা র্মর্রা র্সা র্সর্রা র্সধা ণা | ৷ পধা মমা পপা ণধা পা | }
ক ল ম্ তু লি তী থ্ ণ অ সি ম ধু র বী ণা 0 পুঁ থি আর নু পু র্ গু লি

৷ রপা মা গরা গরা সা | ৷ মপা ননা র্সর্সা র্রনা র্সর্সা ॥
0 সেগু লি লাগি য়ে কা জে 0 এ জী ব ন ক র্ বো স ফ ল

———

* শ্রীসুরনাথ মজুমদার কৃত সুরের অনেক সাহায্য এই গানটিতে লওয়া হইয়াছে।

দেশ-লক্ষ্মীর গান—"আমি সেই দেশেরই মেয়ে"।

গা মা । পা র্সা ণা পা গা মা । গা । । । গা মা । পা র্সা ণা পা গা মা । গা । মা
আ মি সে ই দে শে রি মে য়ে 0 0 0 আ মি সে ই দে শে রি মে য়ে 0 যে

গরা সা ন্া । সা গা । মা পধা ক্ষপা । । । গা মা পা ণা । পণা র্সর্রা র্সনা { র্সা র্সা
দে0 শে র্ মা ঠে 0 সো ণা 0 0 0 0 0 সো ণা আ কাশ ছে 0 0 0 য়ে 0 0 ও

সনা । র্সা । র্সর্গা র্গা র্গা র্গর্মা । র্রর্গা র্মা র্গা র্রা র্সা । । না না র্সা ণা পা পা । গা
রে0 যে 0 দে0 শে তে 0 0 ঝ0 ড়্ তু ফা নে 0 পা য় না কো ভ য় নে

মা গা } । গা মা । পা র্সা ণা পা গা মা । গা । । । গা মা । পা র্সা ণা পা গা মা ।
0 য়ে 0 আ মি সে ই দে শে রি মে য়ে 0 0 0 আ মি সে ই দে শে রি মে

গা । গমা গমা সা । । { মপা ধপা মপা মগা গা মা । পা পা না না র্সা । । র্সা র্সা র্গা
য়ে 0 0 0 0 0 0 0 ভ0 0য় দে0 খি0 য়ে 0 দাঁ ত খি চি য়ে 0 আঁ চ ড়্

র্রা র্সা র্রা । না র্সা না ধা পা । । } ধা পা । মা জ্ঞা মা । জ্ঞা । জ্ঞসা সা । । । সা
কা ম ড়্ খা ম্ চি দি য়ে 0 যা দে র দে থা স্ ভ 0 0 0 য় 0 0 তা

সমা জ্ঞা মা পা । । । । জ্ঞা মা পা না । র্সা । র্সজ্ঞা র্রা র্সা র্রা । না র্সা র্সা । । ।।
দে0 র্ কা ছে ই 0 0 প শু ব লের ঘ ট্ বে0 প রা 0 জ 0 য় 0 0 0

{ পা পধা পা মপা গা । । সা সা পা হ্মা পা । । । । গা মা পা না । নর্সা ধনা র্সা না
এ দে0 শ ভ0 রা 0 পু তু ল্ যা রা 0 0 0 উঠ্ বে এ বার জে0 গে0 ই তা

ধপা । । } পা পা র্সা ণা ধা পধা । গা পা মপা গা গা মা । পা র্সা ণা পা গা মা ।
রা 0 0 মা নু 0 ষে 0 রি 0 ব ল্ পে0 য়ে আ মি সে ই দে শে রি মে

গা । । । গা মা । পা র্সা ণা পা গা মা । গা । গমা গমা সা । । {সা সা রা সা ন্‌া
য়ে 0 0 0 আ মি সে ই দে শে রি মে য়ে 0 0 0 0 0 0 বা ঘ্ ভা লু কে

। । সা সা পা হ্মা পা । । । । পা ধা ণা ধা । পধা পমা পা মা গা । ।} গা গা মা
0 ল ড়া ই ক রি 0 0 0 তো রাই হ লি তো0 দে0 র্ অ রি 0 ম র ণ

পা না । । র্সা । র্সগা র্রা র্সা র্রা না র্সা । । । । । সা সা সা গা গা মা । পা পা পা না
তো দে 0 আ স্ ছে 0 এ বা র ধে য়ে 0 0 0 0 মা নু ষ যা রা 0 বাঁ চ্ বে তা

না । । না নর্রা র্রা র্সা না র্সা । ধনা মা । । র্সা র্সা । নর্সা র্রা ণা ধা পা ধপা । মা গা । । ॥ গা মা
রা 0 নি 0 র্ ভ য়ে যা ই গে0 য়ে 0 0 আ মি নি0 র্ ভ য়ে যা ই 0 গে য়ে 0 0 আ মি

নতুন মানুষদের গান—"আয়, আয়, আয় রে তোরা"।

{ র্সা ‌া ‌া র্সা ‌া ‌া | না ধা না ধা পা ‌া | গা গা পা গা রা ‌া | সা ‌া ‌া ‌া ‌া ‌া | } { সা সা ‌া গা
আ 0 য় আ 0 য় আ য় রে তো রা 0 সা হ স্ আ ছে 0 যা 0 0 0 0 র বু কে র ব

গা ‌া | পা ‌া হ্মা ধা পা ‌া | না না র্রা র্সা না ধা | পা ‌া ‌া ‌া ‌া ‌া } ॥ { পা ‌া গা পা র্সা ‌া |
লে 0 দ ল্ বি পা য়ে 0 অ প 0 মা নে র ভা 0 0 0 0 র কে 0 আ ছে রে 0

র্সা র্সা না র্রা সা ‌া | র্সা র্গা র্রা র্সা না ‌া | পা না ধা র্সা না ‌া | } ধা পা ‌া মা গা ‌া | সা
এ ম ন্ ছে লে 0 দে খ্ বে চে য়ে 0 ন য় ন মে লে 0 কি সে র্ দ হ ন্ পু

গা রা মা গা ‌া | পা পা না ধা পা ‌া | গা মা পা গা ‌া ‌া ॥ { সা ‌া রা সা না ‌া | সা ‌া গা মা
ড়ি য়ে দি ল 0 জ গ ত্ পা রা 0 বা 0 0 0 0 র আ 0 দ্যি কা লে র্ স্ব প্ ন কে

পা ধা | গা পা মা গা ‌া ‌া | পা ‌া ‌া গা পা মা | গা ‌া ‌া ‌া ‌া ‌া | পা পা হ্মা ধা পা ‌া | গা
আ জ্ ভু ল্ বি রে 0 0 কে 0 0 ভু ল্ বি রে 0 0 0 0 0 ভু ব ন ভ রা 0 প্রা

‌া মা পা না ‌া | র্সা র্গা র্রা র্সা ‌া ‌া | গা মা পা না ধা না | পা ‌া ‌া ‌া ‌া ‌া | } { পা পা গা
ণ জা গি য়ে 0 ভু ল্ বি রে 0 0 কে 0 0 ভু ল্ বি রে 0 0 0 0 0 কাঁ দ ন্

পা র্সা ۱ | র্সা ۱ না র্রা র্সা ۱ | র্সা র্গা র্রা র্সা না ۱ | পা না ধা র্সা না ۱ |} ধা পা ۱ মা
রে কে 0 ক র্ বে বাঁ ধ ন্ সে ই সা ধ নে 0 মি ল্ বে র ত ন্ ম নে র্ আ

গা ۱ | সা গা রা মা গা ۱ | পা পা না ধা ۱ পা | গা মা পা গা ۱ ۱॥
গু ন্ জা ল্ বে আ লো 0 ঘু চ্ বে অ ন্ ধ কা 0 0 0 0 র

———

পুতুলদের গান—"রতা যাবে সাগর পারে—"

{ গা গা মা ধা পা ۱ | গা মা গা রা সা ۱ | সা গা গা মা পা ধা | ক্ষা পা ۱ ۱ ۱ ۱ |} { পা
র তা 0 যা বে 0 সা গ র পা রে 0 নি জে র দে শে 0 ফি রে 0 0 0 0 বি

পা দা না র্সা ۱ | না র্সা না দা পা মা | পা ণা ণা দা পা ۱ | মা গা ۱ ۱ ۱ ۱ |} সা মা মা
দা য় বা ণী 0 জা না ও তা রে 0 ঘো ল্ ঢা লি তা র শি রে 0 0 0 0 আ র্ আ

মা গা গা | মা ধা ۱ না র্সা ۱ | র্সা র্সা র্গা র্রা র্সা র্রা | না র্সা ۱ ۱ ۱ ۱॥ পা ۱ না না না র্সা |
মা দে র্ আ পো 0 যে তে 0 ল ড়া ই সা জে 0 কি রে 0 0 0 0 আ 0 য় ছু টে 0

র্সা ၊ ၊ ၊ ၊ ၊ | না ၊ পা না না ၊ | র্সা ၊ ၊ ၊ ၊ ၊ | না ၊ র্রা র্সা র্সা ၊ | না ၊ পা না না ၊ |
স 0 0 0 0 ব্ ক 0 র্ ক ল 0 র 0 0 0 0 ব্ আ য় ছু টে স ব্ ক র্ ক ল র ব্

পা পা ধা পা মা পা | মা গা ၊ ၊ ၊ ၊ | সা সা মা গা মা ၊ | পা পা ধা না র্সা ၊ | র্সা র্সা
প্রা ন্ টা কে দে 0 না ড়া 0 0 0 0 পু তু 0 লের ঐ 0 জ ড় 0 তা ভা ঙ জা গি

র্রা র্সা ণা ၊ | ধা পা ၊ ၊ ၊ ၊ | {র্সা ၊ না র্রা র্সা র্সা | পা ၊ পা ধা ণা ধা | পা ধা পা মা
য়ে প্রা ণে 0 সা ড়া 0 0 0 0 মা 0 ব লে ডা ক্ দে শ্ কে স বা ই মা হু ষ হ

গা ၊ | গা পা মা গা রা সা | সা গা গা মা পা ধা | ক্ষা পা ၊ ၊ ၊ ၊ | } {পা পা দা না র্সা
লে ম্ আ ম্ রা ত ভা ই মু ক্ তি আ শী ষ শি রে 0 0 0 0 চ ল্ লো র তা

၊ | না র্সা না দা পা মা | পা পা ণা দা পা ၊ | মা গা ၊ ၊ ၊ ၊} ‖ সা ၊ জ্ঞা রা জ্ঞা ၊ | সা
0 ম নে র্ দু খে 0 নি জে র্ দে শে 0 ফি রে 0 0 0 0 শ ক্ ত হ য়ে 0 শ

၊ জ্ঞা মা পা ၊ | ণা ၊ পা মা জ্ঞা মা | মা পা ၊ পা পা ၊ | পা ণা পা মা জ্ঞা মা | ণা ၊ ণপা
ক্ তি দি য়ে 0 দে শ্ কে রা থ 0 ঘি রে 0 এ থ ন্ দে শ্ কে রা থ 0 ঘি 0 0 0

পা ၊ ၊ | {পা পা ণা ধা ণা ণা | পা ၊ র্সা না র্সা ၊ | র্রা ၊ র্সা ণা ধা ণা | র্রা ၊ র্রর্সা র্সা
রে 0 0 বাঁ দ র কু কু র শ্যা ল্ শ কু নে 0 স ব্ তে ব ল 0 দূ 0 0 0 রে

ा ा | } {র্সা া না র্রা র্সা া | পা পা া ধা ণা ধা | পা া ধা পা মা পা | মা গা া া া া |}
0 0 কে উ বা ও রা 0 চেঁ চা য় য দি 0 বি 0 শ্রী বে স্থ র স্থ রে 0 0 0 0

সা সা মা গা মা া | পা া ধা না র্সা া | র্সা র্সা র্রা ধা ণা া | ধা পা া া া া ॥ }
তা দে র ধ রে 0 রা খ্ তে হ বে 0 লো হা র খাঁ চা য় পু রে 0 0 0 0

নতুন মানুষদের গান

গান

সজনী কান্ত দাস

ছিঁড়িল বন্ধন টুটিল শৃঙ্খল
নূতন এ প্রভাতে কে তোরা যাবি চল ;
পতাকা তিনরঙ্গা সবলে হাতে ধর
ফেলে দে মন হ'তে সকল ভয় ডর ;
মুক্তি অভিযান মায়ের জয় গান
কণ্ঠে গেয়ে যাই সকলে অচপল ॥
এখনও বহু বাধা হইতে হ'বে পার
আত্ম-কলহের বিষম পারাবার,
গড়িব সবে মিলি নূতন মত পথ
পুরাণো ভিত্তিতে নূতন ইমারৎ
এখনও বহু প্রাণ চাই যে বলিদান
রাখিতে মা'র মান স্বাগত বীরদল ॥

সুর :—সুকৃতি সেন　　　　স্বরলিপি—শ্রীমতী গৌরী সেন

কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘ

II [গা গা গা গা রা সা I গা-।।- ।।-। I ন্‌া রা রা র-। ন্‌া I র-।।। ।-।। I
ছিঁ ড়ি ল ব ন্ 0 ধ 00 00 ন্ টু টি ল শৃ ঃ 0 থ 000 ল 0

সা ন্‌া সা রা-। রা I গা-। রা পা।।I গা মা গা রা-না রা I সা-।। ।-।।] II.
ন্ তন্ এ প্র 0 ভা তে 00 000 কে তো রা যা 0 বি চ 000 ল 0

II সা পা পা পা-। গা I পা-।। ।।।I পা ধা ধা ধা-। পা I র্সা।। ।।-। I
প তা কা তি ন্ র ঙা 00000 স বলে হা 0 তে ধ 00 00 র

র্গা র্গা র্গা র্রা-। সা I না-। । ।।।I পা ধা না র্সা-র্রা র্গা I র্সা-।। ।।-।II
ফে লে দে ম ন হ তে 00 000 স ক ল ভ 0 য় ভ 00 00 র

I র্সা-। র্সা র্সা-। র্সা I র্রা-না । ।।-। I পা না না না-। না I র্সা-ধা । ।।-।I
মু 0 ক্তি অ 0 ভি যা 00 00 ন্ মা য়ে র জ 0 য় গা 0 0 00 ন্

মা ধা ধা ধা-পা ধা I না-পা । ।।-। I সা রা গা সা-। রা I গা-।। ।।-। II
ক ন ঠে গে 0 য়ে যা 0 0 00 ই স ক লে অ 0 চ প 00 00 ল্

প্‌া না ন্‌া রা -া রা I গা-া রা পা া া I গা মা গা রা ন্‌া রা I সা -া া া া -া II
ন্‌ ত্‌ন্‌ এ প্র 0 ভা তে 0 0 0 0 0 কে তো রা যা 0 বি চ 00 00 ল্‌

II সা রা গা মা পা ধা I গা -া া া া া I ধা -া ধা ধা ণা ধা I পা -া া া া -া I
এ থ নো ব হু বা ধা 00 000 হ ই তে হ 0 বে পা 0 0 00 র্‌

রা পা পা পা ক্ষা পা I ধাপা-মা া া া -া I গা রা সা রা-গা-পা মা I গামা রাগা-া া া া II
আ 0 ত্ম ক 0 ন হে 0 0 00 র বি ষ ম পা 0 রা বা 0 0 0 0 র্‌

II গা পা পা পা পা গা I পা-া া া া া I পা ধা ধা ধা-া পা I র্সা -া া া া -া I
গ ড়ি ব স বে মি লি 0 0 000 ন্‌ ত ন য 0 ত প 00 00 থ্‌

র্গা র্গা র্গা র্রা-া র্সা I না-া া া া া I পা ধা না র্সা র্রা র্গা I র্স -া া া া -া II
পু রা নো ভি 0 ত্তি তে 0 0 000 ন্‌ ত ন ই 0 মা র 00 00 ৎ

II পা র্সা র্সা র্সা া র্সা I র্রা না া া া-া I পা না না না া না I র্সা ধা া া া -া I
এ থ নো ব 0 হু প্রা 0 0 00ণ্‌ চা ই যে ব 0 লি দা 0 0 00 ন্‌

গা ধা ধা ধা া-ধা I না -া পা ধা া-গা I পা পা পা ধা-া না I র্সা-া া া া -া I
রা থি তে মা 0 র মা 0 0 00 ন্‌ স্বা গ ত বী 0 র দ 0 0 00 ল্‌

র্গা র্গা র্গা র্রা া র্রা I র্সা-া া া া -া II
স্বা গ ত বী 0 র দ 0 0 00 ল্‌